এই যুগ-সন্ধ্যায়—

যাঁহাদের উপর

দেশের

সকল ভবিষ্যৎ-কল্যাণ

নির্ভর করে,

তাঁহাদেরই কর-কমলে

এই ক্ষুদ্র চেষ্টা

অর্পিত হইল।

মাঙ্গলিক।

দৃশ্য—সিংহাসনোপরি ভারত-মাতা।

সন্তানগণ গাইতেছিল।—

গীত।

রতনদীপ্ত হেম-আসনে

শ্যামাঙ্গিনা স্নেহমধুরা জননী!

শিরে স্থির, শুভ্র তুষার, চরণ ঘিরিয়া গরজে সাগর,

কণ্ঠে কল কল জাহ্নবী যমুনা,

পুণ্য পূরিত শ্যামতটশালিনী!

অঞ্চলে চঞ্চল মধু-মলয়পবন।

—পরিমলাবেশে পুলকে মগন;

দিগন্ত লগন নবরবি-রঞ্জিত-স্মিত-কপালিনী!

আজি এসেছি মা, তোর ভক্তপূজারী,

এনেছি তপ্ত রক্ত রিক্ত হৃদয় ভরি'।

কেন তা'র ব্যথিত পরাণ? ওমা, কেন ম্রিয়মাণ

সন্তান বিংশকোটি ডাকে যা'রে জননী?

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ন—পেশোলা তীরস্থ স্ফটিকপ্রাসাদ। কাল—রাত্রি।

রাণা অমরসিংহ ও কেশবদাস।

র। জ্যোৎস্না উন্মীল যামিনী! কি শুভ্র! কি মধুর!
রা দেশ দেশ করে' প্রাণটাকে হাঁপিয়ে তুল্লে কেশব! এই
কি শুধু দেশের পায়ে বলি দেবার জন্য পুষ্ট হয়ে উঠেছে?
হস্তের সার্থকতা কি তাকে শুধু নরহত্যায় কলঙ্কিত করা?
পৃথিবী!—ঐ নক্ষত্র-পুলকিত নীলাভ আকাশ! পেশোলার
ম, স্বচ্ছ, চন্দ্রিকা-চর্চ্চিত বারি রাশি!—ধরার এই সৌন্দর্য্য-
হে তাদের কি প্রয়োজন কেশব, যা'রা পৃথিবীর উপর দিয়ে
র বন্যা বহিয়ে দেয়?

কেশব। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না রাণা! এই বিশাল
দেখুন না,—বিধাতার নিতান্ত নিপুণ রচনা বলে ত মনে
ছয়টা ঋতু কেন?—শুধু বিনোদ বসন্ত, বিকশিত শরৎ, শু
হাওয়া, শুধু জ্যোৎস্নার হাসি, এইত ছিল ভাল! কিন্তু
গ্রীষ্মের তপ্তশ্বাসে বসন্তের মাধুরী শুকিয়ে ওঠে, অমার অন্ধ
জ্যোৎস্নার হাসি নিভে যায়, হেমন্তের হিমানী পরশে শর
শতদল-পর্ণ ঝরে পড়ে—

অমর। ছায়া না হলে' আলো ফোটে না, শীতের
বন্ধনে আবরিয়া না থাক্‌লে বসন্তের শোভা মধুর হয় না।

কেশব। তবে শুদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন সুখের মাঝেও শা
পাওয়া যায় না রাণা,—অশ্রুজলে ধৌত না হলে ত আনন্দে
নির্ম্মল হয় না।

অমর। তা হ'তে পারে! কিন্তু আমার যে প্রাণের
হ'য়ে যাচ্ছে কেশব! এই জীবনটা আমার এত দিন শু
মলিন পথ দিয়ে চলে এসেছে:—পিতার সঙ্গে বন হ'তে
প্রতাড়িত হয়ে, তৃণশয্যায়, অর্দ্ধ অনশনে, আতঙ্ক-ব্যা
আমার শৈশব কেটেছে; তার পর, সেই ভীষণ সমরপ্রা
যাতনার ধূ ধূ মরুভূমির ভীম বিস্তার মাঝে, হাহাকারের
নিশ্বাসে আমার কৈশোর-স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে; জীবনের এই
মধ্যাহ্ন,—এই সুখ-বিহ্বল যৌবন! একেও কি অশান্তির
উৎসর্গ কর্ব্ব? এই কি মানবজীবনের সুখ?

[হরিদাসের প্রবেশ।]

রিদাস। মাথার উপর শত্রুর শাণিত তরবারি, যৌবনের সুখ-ভার হয়ে থাকার অবসর কোথায় মহারাণা? মোগলবাহিনী ারের দুয়ারে এসে পৌঁছেছে!

নর। দুয়ারের শত্রুকে মিত্র করে নাও না সর্দ্দার! কেন দরী পৃথিবীকে রক্তস্নাতা পিশাচী ক'রে তুল্‌ছ?

রিদাস। শত্রু ত মহারাণার সৌহার্দ্দ্য চাহে না? তার লুব্ধ গৌরবমণ্ডিত মেবারের ঐ সিংহাসনের উপর, পিতৃপূজিত রাজপীঠের উপর!

নর। শুধু ভালবাসা, শুধু একটুখানি স্বার্থত্যাগ দিয়ে অতি শত্রুকেও মিত্র করা যায় হরিদাস!

রিদাস। পদলেহন কি ভাল বাসা? আততায়ীর পদতলে বি সঁপে দেওয়া কি স্বার্থত্যাগ রাণা?

[প্রতিহারীর প্রবেশ।]

তহারী। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের দূত সন্ধি প্রার্থনায় দ্বার-উপস্থিত মহারাণা!

রিদাস। তাকে তাড়িয়ে দাও। মহাত্মা প্রতাপসিংহের যে মেদিনীকে সিক্ত করে আছে, তা' এখনও শুষ্ক হ'য়ে ; তাঁর পুত্র এই অবমাননাকর সন্ধিতে স্বাক্ষর কর্ত্তে না!

অমর। আবার কেন রক্তস্রোত বহান হরিদাস?

হরিদাস। বাপ্পারাওলের পুণ্য মুকুট কি আততায়ীর লুটিয়ে দেবেন? আমরা মহারাণা প্রতাপসিংহের সন্ধিতে সম্মতি দিতে বল্‌তে পারিনা।

অমর। এ ত সন্ধি নহে হরিদাস!—এ যে সখ্য।

[পূর্ণমল্‌ ও মুকুন্দের প্রবেশ।]

পূর্ণ। কা'র সঙ্গে সখ্য মহারাণা?

অমর। দিল্লীর সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে।

পূর্ণ। তা' যে হতে পারে না রাণা!

অমর। কেন পূর্ণ?

পূর্ণ। সমানে সমানে না হলে সখ্য সম্ভবে না।—আ শ্যাম-শৃঙ্গ হ'তে যে দিল্লীর শুভ্র সৌধচূড়া অনেক উঁচু হ'য়ে রাণা!

অমর। আজ দিল্লীর সম্রাট্‌ স্বয়ং আমার নিকট সন্ধি প্র উপস্থিত। তাঁর প্রেরিত দূত এখনো দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে।

পূর্ণ। এ হ'তে উৎকট উপহাস আর কি হ'তে পারে ঐশ্বর্য্যস্ফীত, বলগর্ব্বিত সম্রাট্‌ দম্ভের শকট চালিয়ে মেবারের এসে উপস্থিত; তার লক্ষ সেনার ভৈরবতূর্য্যধ্বনিতে মেবারের দেবীর বক্ষ কম্পিত করে তুলছে!

অমর। হিংস্র, ক্রূর, নিষ্ঠুর প্রবৃত্তির পরিচর্য্যাই কি জীবনের চরম লক্ষ্য? একটা হত্যার উৎসব কি মানবের

স? একটুকু শান্তির আস্বাদ নাও পূর্ণ! দুদিনের জন্য এই পৃথিবীতে এসে জল্লাদের ব্যবসা নিয়ে হস্ত কলঙ্কিত করো না।

রিদাস। কি বিকট মোহেতে তোমায় ঘিরেছে রাণা!

মর। চেয়ে দেখ,—মেবারের শস্যসমৃদ্ধ শ্যাম প্রান্তরের উপর ল জ্যোৎস্নার প্রমোদ উচ্ছ্বাস উঠেছে! ঐ উদার অম্বরতলে মণি- মোহন মাধুরী ফুটিয়ে নক্ষত্রপুঞ্জ ঝল্ মল্ ক'চ্ছে! এই স। সাগরে হৃদয়কে অবগাহন করিয়ে পূত করে' নাও; শত্রু মিত্র এক হয়ে, স্নেহ ভালবাসার এক মহাতীর্থে আলিঙ্গন কর্ত্তে ছুটে আসবে। স্থবির সর্দ্দার, জীবনের এই ময়েও সুখশান্তির একটুকু আস্বাদ নেবে না?

দাস। আমি সুখ জানি না, শান্তি জানি না;—জানি কে—এই মেবারকে; এর কোল আমার তীর্থ, আমার আমার সুখ ও শান্তি।

ন্দ। আপনার পিতার অন্তিম মুহূর্ত্ত মনে পড়ে রাণা? এই —এই স্ফটিক-প্রকোষ্ঠের ভিত্তিভূমিতে,—তাপসের তপস্যার রের—এই শোচনীয় বিলাসব্যথিত সমাধিভবনে,—এইখানে ভীর নিশায় মলিনা, লুলিত-কুন্তলা, বিষাদিনী মেবারলক্ষ্মী মুমূর্ষুর এসে, স্বপনবেশে দেখা দিয়ে মেবার ছেড়ে চ'লে যাচ্ছিল—

শব। মৃত্যুর ছায়া-সমাচ্ছন্ন সন্ন্যাসীর মর্ম্মবিদারী সেই ক্রন্দন,—"যাস্‌নে মা, যাস্‌নে, এখনো কি আমার সর্ব্বস্ব বাকী আছে?"—সেই ভীমস্বর এখনো প্রাণ বিদীর্ণ কচ্ছে!

হরিদাস। তার পর রাজর্ষির সেই ব্যাকুল প্রার্থনা ;—মৃত্যু শীতল শীর্ণ হাত দু'টি যুক্ত করে' বিষাদ-পরিম্লান নয়নযুগল প্রা পণে বিস্ফারিত করে' আমাদের পানে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা —সেই মর্ম্মোচ্ছ্বাস, হৃদয়ের সেই নীরব প্রার্থনা, সমাগত সকলে হৃৎপিণ্ড দীর্ণ করে' তুলছিল। শপথ করলুম, প্রাণ থাকতে মাতৃভূমিকে কেউ পরের হাতে সঁপে দেব না। হঠাৎ রাজর্ষির পাণ্ডু মুখে জ্যোতিঃ ফিরে এল, আনন্দের অনাবিল অশ্রুতে নয়ন ভরে গেল! সেই মহান্ দৃশ্য, সেই গরিমাময় মুহূর্ত্ত ভুলে গেছ কি রাণা

অমর। সেই মেবার!—একটা ধূ ধূ কর্কশ ঊষর প্রান্তর এখন মেবারে শান্তি ফিরে এসেছে সর্দ্দার! অবারিত মুক্ত প্রান্ত পরিপূর্ণ শস্যের হিল্লোলিত শ্যাম বৈভবে সমৃদ্ধ, ঘরে ঘরে আনন্দে কলহাস্য, জননী সন্তানকে স্নেহে আবরিয়ে রেখেছে, সতী-লক্ষ্মীরা আরাধ্য পতির চরণে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে! এই শান্তির স্ব ভেঙ্গে দেব হরিদাস, একটা তুচ্ছ সম্মানের জন্য?

হরিদাস। উঃ! এতদূর? একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাস এসে মেবার ছেয়ে ফেলুক, সূর্য্য তরল অগ্নি ঢেলে দিক্,—মেবার ধ্বংস হয়ে যা'ক। হায় রে হতভাগ্য প্রতাপ! কেন তুমি নিজেকে সকল ঐশ্বর্য্য হ'তে কাঙ্গাল করে' মনুষ্যত্বের মহৎ সাধনায় জীবনপাত করেছিলে? হায়রে মাতৃভূমি দুর্ভাগিনী! কত শতাব্দীর সঞ্চিত গরিমা তোর অমল শুভ্র ললাট হ'তে নেমে যাবে! তার পূর্ব্বে মৃত্যু ভাল, মৃত্যু ভাল।

মুকুন্দ। ওঠ রাণা, এই সিংহাসন আর কলঙ্কিত করো না। মেবারের দুয়ারে শত্রুর ভৈরব নিনাদ, আর তুমি বিলাস-কুঞ্জে বসে' সুখের স্বপ্ন দেখছ! যা'রা মাকে চেনে না, জন্মভূমির মর্য্যাদা বোঝে না, পিতৃ-পিতামহের গরিমা লুপ্ত কর্ত্তে চায়, তা'রা এই পুণ্য পীঠের অযোগ্য। নেমে এস রাণা, নেমে এস অমর,—এই সিংহাসন বাপ্পা গঠন করেছে, সঙ্গ পূত করেছে, প্রতাপ ধন্য করেছে তুমি বিলাসী, ভীরু, কাপুরুষ;—তুমি এই সিংহাসন কলঙ্কিত করো না! ওঠ, ওঠ—

কেশব। ও কি চন্দ্রাবৎ? মহারাণা কে—

মুকুন্দ। হীন স্তাবক নই কেশব! মহারাণাকে এই শোচনীয় অধঃপতন হ'তে রক্ষা কর্ব্ব না?

অমর। বিদ্রোহী চন্দ্রাবৎ, তোমার ঔদ্ধত্য অমার্জ্জনীয়! বাঁধ একে। [সকলের নীরবে অবস্থান।]

অমর। এ কি? কেউ আমার আদেশ প্রতিপালন কচ্ছ না? মেবারের রাণা আমি, প্রতাপের পুত্র আমি; আমার একটা ইঙ্গিতে সহস্র তরবারি পিধান হ'তে বেরিয়ে আসে না?

মুকুন্দ। আমায় বেঁধে কি হবে রাণা! প্রাণ নেবেন? আমি ত প্রাণ দিতেই এসেছি। যাও রাণা, ঐ সিংহাসনে বসে' আমরা সকলকে প্রাণদানের আদেশ দাও; পার ত তুমিও আমাদের সঙ্গে, মায়ের দুটি রাতুল চরণ হৃদয়রক্তে ধৌত করে দাই। ঐ দূরে দেবীর দুর্গ দেখ! ঐ দুর্গের প্রস্তররাশি একদিন

প্রতাপ মোগলরক্তে রঞ্জিত করে' দিয়েছিল! আজ তার শীর্ষে আবার অর্দ্ধচন্দ্রশোভি মোগল পতাকা উড়ছে! ঐ ভারতের অতীত গৌরবের সমাধিভূমি চিতোর দেখ!—আজ তার বক্ষ মোগলের পাদুকাপ্রহারে জর্জ্জরিত! মনে ধিক্কার আসে না রাণা? মায়ের অতীত গৌরবে বুক ফুলে ওঠে না? ঐ যে তুরঙ্গ-শ্রেণী উৎসাহে নাচছে! ঐ যে মাতৃভূমির শত শত ভক্ত সেবক জন্ম-ভূমির গৌরব রক্ষার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে! একমাত্র তোমারি পানে আজ সমস্ত হিন্দুস্থান গর্ব্বে মাথা উঁচু করে চেয়ে আছে যাও রাণা, প্রতাপসিংহের সাধনা সফল করগে।

[নতজানু হইয়া অমরের সিংহাসনতলে বসিল।]

অমর। [মুকুন্দের হস্ত ধারণ করিয়া] ওঠ সর্দ্দার! আমায় মার্জ্জনা কর। আমার জন্মভূমির ভক্ত সেবক, আমার সহায়, আমার সম্বল, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমার মোহ কেটেছে, —একটা নূতন জগৎ দেখছি;—মা আমার যে হোথায় ধূলায় লুণ্ঠিতা;—হিরণ্ময় মুকুটখানি খসে পড়েছে, শুধু শত সন্তানের ভক্তি-বিলসিত অর্ঘ্যভার বক্ষে চেপে' উদাসদৃষ্টিতে কাঙ্গালিনী মা আমার যেন চেয়ে আছে,—নয়নে করুণার অবারিত ধারা, অধরে বিষাদের ম্লান রেখা! ওঠ মা! ওঠ মা! আমায় ক্ষমা কর; আমি প্রাণ দিয়ে তোমার পাণ্ডুর মুখখানি আবার গৌরবশিখায় উদ্ভাসিত করে তুলবো! আমায় আশীর্ব্বাদ কর মা! এস মা, আমার হৃদয়মধ্যে; ভোগবাসনার প্রেত-ভূমিকে তোমার চরণক্ষো

পবিত্র করে দাও। যাও প্রতিহারি! মোগল দূতকে ফিরিয়ে দাও, বল,—সন্ধি হবে, কিন্তু সে তরবারে তরবারে! এস সর্দ্দারগণ, প্রবল ঝঞ্ঝার মত, প্রচণ্ড উল্কাপাতের মত মোগল সৈন্যকে দলিত মথিত করে হিন্দুর শেষ কীর্ত্তি দেখিয়ে যাই।

[বেগে প্রস্থান।]

হরিদাস। ধন্য অমর! প্রতাপের পুত্র তুমি! যাও, পিতার মর্য্যাদা, মাতৃভূমির গৌরব, তোমার অসির ঝলকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—তোরণ সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন। কাল—প্রভাত।

ভট্টকবি নারায়ণ গাইতেছিল; অলক্ষ্যে রাণা অমর সিংহ আসিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইল।

গীত।

অনাদি, অনাবৃত অম্বর'পরে,
তুমি কি গো সুন্দর? ওগো চির সুন্দর!
অগণিত গ্রহে গ্রহে, স্ফুট কিরণ প্রবাহে,
চর্চ্চিত কি হে নির্ম্মল রূপ মনোহর?
প্রমুদিত-পেলব-প্রসূণে স্ফুরিত কি তব মঙ্গল মাধুরী?
কূজিত-কোকিল-কলতানে মুখর কি তব মধুর বাঁশরী?
ও কি উদ্ভাসিত দিশি দিশি
তব জ্যোতিঃ পরকাশি'
হে অম্লান, হে অনঘ, হে চন্দ্রশেখর!

অমর। এই গান গেও না কবি!

নারায়ণ। কে? মহারাণা!

অমর। এই গান গেও না কবি!

নারায়ণ। কেন মহারাণা? অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ের রূপের ধ্যানে কি অপরাধ হলো?

অমর। কি অপরাধ, এই ভারতবর্ষকে জিজ্ঞাসা কর! সৌন্দর্য্যময়ের রূপের ধ্যানে মানুষ যে রক্ত পিয়াসী হয়ে মানুষের টুঁটি কাম্‌ড়ে ধরবে না; ঐ ধ্যানে হিংসার রক্ত লালসা স্তব্ধ হয়ে যাবে। ঐ ধ্যান ভেঙ্গে দাও কবি! ঐ গান গেও না।

নারায়ণ। এই ভারতবর্ষে,—ভগবানের এই রম্য তপোবনে আর কোন গান সম্ভবে রাণা?

অমর। সেই এক দিন ছিল কবি, ভারতের স্নিগ্ধ, শান্ত, শ্যাম অরণ্যানীর সুশীতল ছায়ার নীচে বসে' ভারতের আর্য্যগণ অবাধ প্রাণে সাম গানের সুমধুর ঝঙ্কার তুলে, দিগন্ত কাঁপিয়ে ভগবানের অনন্ত রূপমাধুরীর রস রাগের পরিতর্পণ করেছিল; সেই এক দিন ছিল,—যমুনার প্রমোদ পুলিনে, জ্যোৎস্না-সিক্ত তমালের তর তর আভার অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসের মধ্যে একটা উন্মাদ বাঁশরী, তার মুগ্ধ মধুর স্বর লহরীতে শুষ্ক কঠোর প্রাণকে আনন্দ রসে আর্দ্র করে দিয়েছিল; সেই একদিন ছিল,—এই ভারত বক্ষে প্রীতির দেবদূত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ শান্তির 'অনন্ত পতাকা' উড়িয়ে প্রেমের আশ্বাস বাণীর প্রাণস্পর্শী তান তুলেছিল। আজ কবি, সেই ভারত নাই; সেই প্রাণ নাই; সেই দিনও বুঝি নাই। আজ বীণার অন্য তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোল!

নারায়ণ। তবে গাই।—

রিপু নিবহ নিধনে
কলয়সি করবালম্‌।

ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্,
কেশবধৃত সংহারশরীর,
জয় জগদীশ হরে।

অমর। গাও গাও কবি! গানে গানে বীরের বক্ষ কম্পিত করে' তোল, ঘুমন্ত শিশুকে জাগিয়ে দাও, শয্যাশায়ী শীর্ণরোগীকে উৎসাহিত কর। আজ বাঁশরী ফেলে পাঞ্চজন্যের প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তোল। আর প্রেমের প্রমোদ-আলসে থাকবার অবসর নাই, আজ জন্মভূমি বিপন্ন, আজ সকলে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করে' জীবন পণ করে ছুটে এস। মায়ের ভৈরব আদেশ এসেছে, বিলাস রাগিণীতে এই গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ করে দিও না, গাও কবি,—রিপু নিবহ নিধনে—

[গাহিতে গাহিতে উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—দেবীর দুর্গের পাদদেশ। কাল—সন্ধ্যা।

বান্দা ও তাহার পুত্র সহিদাস।

বান্দা। এই সেই পুণ্য দেবীর ক্ষেত্র, এই খানেই দশ সহস্র রাজপুত বীরের হৃদয়-শোণিত চিতোর লক্ষ্মীর চরণযুগল অলক্তক রাগে রঞ্জিত করে দেছে, এই খানেই মোগল সম্রাটের পর্ব্বতোন্নত শির নুয়ে গেছে, এর পবিত্র ধূলি অঙ্গে মাখ বৎস!

সহিদাস। দাও বাবা, এই ধূলি মাখিয়ে আমায় সন্ন্যাসী সাজিয়ে দাও।

বান্দা। আর চিরদিন মনে রেখো, বিচিত্র বৈভবসমৃদ্ধা মাকে।

সহিদাস। কে এই মা?

বান্দা। জননী জন্মভূমি।—শ্যামল কান্তিময়ী শৈল-সরিৎ-ভূষণা এই মেবার।

সহিদাস। এই জন্মভূমিই কি আমাদিগকে স্তন্য দিয়ে পুষ্ট করেছে বাবা?

বান্দা। হাঁ বৎস! মায়ের বক্ষে স্নেহের অপার্থিব অমৃত ধারা এই জন্মভূমিই তার অগণ্য উপকরণের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত করেছে।

[হরিদাসের প্রবেশ।]

হরিদাস। ঠাকুর! মেবারের এইবার বড় দুর্দ্দিন। বিরাট চরিত্রল বাহিনীর পদভরে মেবার কেঁপে উঠেছে; আর আমরা

মুষ্টিমেয় রাজপুত; চিতোরেশ্বরী বুঝি শিশু বৃদ্ধ সকল সন্তানের রক্তপান করবার জন্য লোলুপা হয়ে উঠেছেন।

বান্দা। মার ইচ্ছাই পূর্ণ হৌক।

হরিহাস। আমি আমার একমাত্র পুত্র-লক্ষ্মণকেও যুদ্ধে পাঠিয়েছি; তার মা তাকে বীর সাজে সাজিয়ে দেশের চরণে উৎসর্গ করেছে।

বান্দা। যাও সহি, তুমিও লক্ষ্মণের সহযাত্রী হও। দেশের এই সঙ্কট সময়ে মায়ের স্নেহাঞ্চলের স্নিগ্ধ ছায়ার নীচে থাক্‌বার অবসর নেই পুত্র!

সহিদাস। আমি যাব বাবা! আমায় অসি দাও।

বান্দা এই নাও; এই অসি তোমার পিতার হস্তে কোন দিন কলঙ্ক অর্জ্জন করেনি। মনে রেখো এই অসির সম্মান নিজের প্রাণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

হরিদাস। মুষ্টিমেয় রাজপুত সৈন্য নিয়ে রাণা মোগল বাহিনীর উদ্বেল সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আমাদের মিলিত শক্তি দিয়ে রাণাকে দধীচির সামর্থ্যে গরিয়ান করে তুলতে হবে, এই সমুদ্র গণ্ডূষে শুকাতে হবে। আজ ঠাকুর, জীবন মরণ সমস্যা।

[দৌড়িয়া মহম্মদআলী নামক জনৈক মোগল সেনানীর প্রবেশ।]

মহম্মদ। রক্ষা কর; রক্ষা কর; আমায় প্রাণ ভিক্ষা দাও আমায় আশ্রয় দাও; খোদা তোমায় মেহেরবাণি করবেন

হরিদাস। ভয় নেই। তুমি আমার আশ্রয়ে থাক। শরণাগতকে রাজপুত প্রাণ তুচ্ছ করেও রক্ষা করে।

[বেগে দুইজন রাজপুত যোদ্ধার প্রবেশ।]

প্রঃ যোদ্ধা। কৈ কোথায় গেল? কোন পথে পালালো?

দ্বিঃ যোদ্ধা। ঐ সে, ঐ লোক গুলোর আড়ালে, কোথায় পালাবে শয়তান, আজ রক্ষা নাই।

[দুই জনই অগ্রসর হইল]

হরিদাস। সাবধান, সাবধান, এদিকে এসো না।

প্রঃ যোদ্ধা। ও যে মোগল সৈন্য রাজপুত।

হরিদাস। হোক মোগল। ও আমার শরণাগত।

দ্বিঃ যোদ্ধা। ঐ শয়তান অন্যায় যুদ্ধে সর্দ্দার হরিদাসের এক মাত্র বংশধর শিশু লক্ষ্মণকে হত্যা করেছে রাজপুত।

হরিদাস। লক্ষ্মণ নিহত? হায়রে—

[চক্ষু দুইটী হস্তদ্বারা আবৃত করিল।]

বান্দা। কি? [কোষ হইতে অসি মুক্ত করিল]।

হরিদাস। ঠাকুর, ও আমার আশ্রিত।

বান্দা। তা' বলে কি পুত্র হত্যাকারীকে মার্জ্জনা কর্ব্বেন?

হরিদাস। আমার পুত্র বড় না আমার ধর্ম্ম বড়?

প্রঃ যোদ্ধা। একি? এই কি আমাদের রাঠোর সর্দ্দার রিদাস?

বান্দা। হাঁ ইনিই তোমাদের সর্দ্দার হরিদাস। এঁর পুত্রকেই ঐ মোগল নিহত করেছে।

দ্বিঃ যোদ্ধা। এই নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ নেবার আদেশ দিউন সর্দ্দার।

হরিদাস। আমি আদেশ দিচ্ছি,—একে ক্ষমা কর; তোমাদের হৃদয়ের ঔদার্য্য দিয়ে এই হত্যার প্রতিশোধ নাও!

বান্দা। একি দৌর্ব্বল্য সর্দ্দার? তোমার পুত্রঘাতী নিরাপদে তোমার মুটো হ'তে ফিরে যাবে?

হরিদাস। সে আমার পুত্রঘাতী হয়ে আমার মুঠোর মধ্যে আসেনি ঠাকুর,—ভয়ার্ত্ত, বিপন্ন প্রাণাকাঙ্ক্ষী হয়ে আমার শরণ নিয়েছে; তার উপর অন্যায় ব্যবহার আমি কর্ত্তে পারি না, ঠাকুর।

বান্দা। হৃদয় শোক-বাষ্পে বিদীর্ণ প্রায়, কণ্ঠ আবেগে উচ্ছ্বসিত, তবু কি উদার! কি মহৎ!—পুত্র,—

সহিদাস। বাবা!

বান্দা। মনুষ্যত্ব কি করে তৈ'রি হয় শেখ!

মহম্মদআলী। আমায় বধ কর সর্দ্দার! তোমার ঐ খরশান তরবারি আমার কলিজায় বসিয়ে দাও; আমায় শাস্তি দাও। কি মহৎ এই রাজপুত! ধর্ম্মের জন্য পুত্র হত্যাকারীকেও বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখে! কি করলুম? কি করলুম? আমায় দণ্ড দাও সর্দ্দার!

হরিদাস। তুমি আমার শরণাগত, তার উপর তোমার কৃতকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত ; তোমায় কি দণ্ড দেব? এস ভাই, আজ হিন্দু মুসলমানের বিভিন্নতা ভুলে যেয়ে আমায় আলিঙ্গন কর ; এস উভয়ের মিলিত অশ্রু দিয়ে আমার দয়িত, আমার আনন্দ দুলালের জন্য তর্পণ করি। [আলিঙ্গন]।

বান্দা। কি করুণ! কি সুন্দর! কি মর্ম্মস্পর্শী! পুত্র—

সহিদাস। বাবা!

বান্দা। এস বাপ, এই সর্দ্দারের সম্মুখে নতজানু হয়ে মহত্বের পূজা করি। [উভয়ে নতজানু হইল]।

হরিদাস। কি কর ভাই! আমি দুর্ব্বল মানুষ।

বান্দা। মানুষ? দেবতা এর চেয়ে কত বড় হয় সর্দ্দার? এ স্তুতি নয়, এ আমার জন্মভূমির গৌরব,—এই ভারতবর্ষের গৌরব। আজ গর্ব্বে আমার বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠ্‌ছে।

হরিদাস। ঠাকুর! এইখানে যেন এ'র একখানা কেশাগ্রও ছিন্ন না হয়। যাও ভাই, সমস্ত রাজপুতনা তোমার আশ্রয় ; কোন ভয় নেই।

—o—

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—প্রভাত।

সম্রাট জাহাঙ্গীর, আবদুল্লা ও ওম্‌রাহগণ।

আবদুল্লা। রণপুর দুর্গেরও পতন হয়েছে জাহাঁপনা!

জাহাঙ্গীর। সংবাদ শুভ। তোমায় পুরস্কৃত কর্ব্ব সেনাপতি!

আবদুল্লা। জাঁহাপনার এই ব্যঙ্গ হতে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ছিল।

জাহাঙ্গীর। তবে তাই আশ্রয় না করে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে এলে কেন।

আবদুল্লা। পালিয়ে আসিনি, মানুষের সাধ্য যা'করে এসেছি।

জাহাঙ্গীর। যুদ্ধে জয়ী হয়ে আসা অসাধ্য কি? হতে পারে, যা'দের আবদুল্লার মত সেনাপতি—

আবদুল্লা। জাঁহাপনার তিরস্কার অনুচিত হত না, যদি রাজপুতদের বিক্রম জাঁহাপনা না জানতেন; হল্‌দীঘাটের সেই ভীষণ শোণিত-লিপ্ত কাহিনী এখনো বোধ হয় ভোলেন্ নি জনাব!

জাহাঙ্গীর। হল্‌দীঘাটে আমরা জয়ী হয়েছিলাম।

আবদুল্লা। কিন্তু সে বিজয়-গৌরব লক্ষ মোগল সেনানীর হৃদয়-রক্তে অর্জ্জিত হয়েছিল; আর যা'দিগকে জয় করেছিলেন তারা সংখ্যায় ছিল মাত্র বিশ সহস্র।

জাহাঙ্গীর। এখন সেই প্রতাপ কোথায়?—হিন্দুর সেই শৌর্য্য, সেই স্বদেশপ্রাণতা কোথায়?

আবদুল্লা। কিছুই যায় নি জাঁহাপনা! প্রতাপের প্রতিভা তার পুত্রের মাঝে ফিরে এসেছে, সম্মুখ যুদ্ধে এই অদম্য জাতিকে জয় করা অসম্ভব।

জাহাঙ্গীর। তবে কি পিতার অনুষ্ঠিত সঙ্কল্প ভেঙ্গে দেব? আমার এই বিপুল বাহিনীর মধ্যে এমন কোন বীর নেই কি যে মেবার জয় সম্পূর্ণ কর্ত্তে পারে?

প্রঃ ওম্‌রাহ। একি কথা জাঁহাপনা! আপনার অঙ্গুলি সঙ্কেতে একটা সাম্রাজ্যের উত্থান পতন হতে পারে যে! মেবার ত একটা তুচ্ছ জনপদ!

জাহাঙ্গীর। কিন্তু কৈ? এই তুচ্ছ জনপদ আজ সপ্তবিংশ বর্ষ ধরে এই মোগল সাম্রাজ্যের সমাহৃত সমস্ত শক্তিকে তাচ্ছিল্য ক'রে আস্‌ছে।

দ্বিঃ ওম্‌রাহ। কিছু একটা কৌশল করা যায় না জনাব?

জাহাঙ্গীর। কি রকম?

দ্বিঃ ওম্‌রাহ। এমন একটা কিছু, যাতে মেবারের মিলিত শক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়!

আবদুল্লা। একটা কিছু কর্ত্তে না পাল্লে মেবার জয় অসম্ভব।

জাহাঙ্গীর। অসম্ভব কথাটা অভিধান থেকে উঠে গেলে পৃথিবীতে নিষ্কর্ম্মা লোকের অস্তিত্ব থাকত না। মানুষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব হতে পারে না সেনাপতি, মানুষ বন্য ব্যাঘ্র নিয়ে

খেলা করে; মত্ত হস্তীকে বন্ধন করে; আকাশস্থ গ্রহের স্বরূপ নির্ণয় করে, সমুদ্রের তলদেশ হতে মুক্তা আহরণ করে।

দ্বিঃ ওমরাহ। আচ্ছা জাঁহাপনা! প্রতাপসিংহের ভাই আমাদের সাগরজিকে যদি চিতোর সিংহাসনে বসিয়ে রাণা বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়, রাজপুতগণের কেউ কেউ অবশ্য সাগরজির পক্ষ নেবে, এইরূপে তাদের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ বাধিয়ে দিতে পারলে, তারা আপনা আপনিই খুনোখুনি করে' দুর্ব্বল হয়ে পড়বে।

প্রঃ ওম্‌রাহ। এদেশে এ একটা বড় মজা যে এ দেশের লোক দিয়ে এদেশের সর্ব্বনাশ করা যায়!

জাহাঙ্গীর। বেশ, উত্তম পরামর্শ। এর জন্য তুমি পুরস্কৃত হবে খাঁ সাহেব। এইরূপ দোস্তই আমি চাই, যারা চাটুকারের ব্যবসা না নিয়ে, উপদেশে, উৎসাহে সম্রাটের শক্তি বৃদ্ধি করে।

আবদুল্লা। সত্য বটে। সত্য বটে এই হিন্দুস্থানের এক একটা প্রদেশ গৃহবিচ্ছেদের এক একটা স্মৃতিভূমি, সত্য বটে আমরা লক্ষ মোগল পাঠান এসে, বিংশ কোটি হিন্দুর বুকের উপর দিয়ে তা'দেরি সাহায্যে আমাদের বিজয়-শকট টানিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ভীরু, কাপুরুষ সাগরজি কি এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হবে জনাব?

প্রঃ ওম্‌রাহ। কেন হবে না? যে আজ মোগলের দাসত্ব স্বীকার করে দিল্লীর সিংহাসন তলে বসে কুকুরের মত সম্রাটের পদলেহন কচ্ছে, সে কেন রাজা হতে চাইবে না?

আবদুল্লা। দাস যে তার কি রাজার গরিমা মনে আছে?

জাহাঙ্গীর। সেই গরিমা, সেই মহত্ত্বের কোন প্রয়োজন নাই সেনাপতি! আমরা ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে লেলিয়ে দিচ্ছি; মহৎ যে সে এমন কাযে কৃতকার্য্য হতে পারে না। নীচ, অধম, কদর্য্যের আমার দরকার। ডাক,—সাগরজিকে।

[প্রথম ওম্‌রাহ বংশীবাদন করিলে, কুর্ণিস করিতে করিতে দৌবারিকের প্রবেশ।]

জাহাঙ্গীর। সাগরজি—

[দৌবারিকের প্রস্থান।]

প্রঃ ওম্‌রাহ। সাগরজি এক অদ্ভুত লোক জনাব!—ঝঞ্ঝা ও মলয় বায়ু এক সঙ্গে যেন মিশে আছে।

[কুর্ণিস করিতে করিতে সাগরজির প্রবেশ।]

সাগর। সেলাম সাহেন শা! গোলামকে কি প্রয়োজন?

জাহাঙ্গীর। তোমাকে চিতোরের রাণা করেছি সাগর!

সাগর। কি রকম?

জাহাঙ্গীর। হাঁ সাগর! আজ হ'তে তুমিই চিতোরের রাণা।

সাগর। নফরের সঙ্গে ব্যঙ্গ করা সম্রাটের শোভা পায় না!

জাহাঙ্গীর। ব্যঙ্গ নয়। সত্যই তোমায় চিতোরের রাণা করলাম সাগর!

সাগর। বেয়াদপি মাপ করবেন জনাব, জিজ্ঞাসা করি, কে আপনাকে এই অধিকার দিয়েছে?

জাহাঙ্গীর। সেই প্রশ্নের তোমার কোন প্রয়োজন নাই তুমি চিতোরের সিংহাসন অধিকার করগে।

সাগর। অধিকার? এ কি উপহাস জনাব? সৈন্য নেই, সামর্থ্য নেই, অথচ চিতোরের সিংহাসন অধিকার করব, যা' এত দিন ধরে, জাঁহাপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে' পারেন নি!

জাহাঙ্গীর। অস্তলা ও চিতোরগড় এখনো আমার অধিকারে আছে। তুমি চিতোরগড়ে যেয়ে নিজেকে রাণা বলে ঘোষণা করে দাও

সাগর। তার পর জনাব! যদি এই স্থবির, লোলচর্ম্ম, দিল্লীর গোলামীপাঞ্জা অঙ্কিত জাল রাণাকে অমর এসে ঘাড়ে ধরে নাবিয়ে দেয়, কে তখন তাকে রক্ষা কর্ব্বে?

জাহাঙ্গীর। সে ভাবনা তোমার কর্ত্তে হবে না।

সাগর। এ দাসের উপর জাঁহাপনার মেহেরবাণি অত্যধিক তা জানি। আমায় কি কর্ত্তে হবে? কখন যেতে হবে?

জাহাঙ্গীর। আগামী কল্যই তুমি রওনা হও। তোমার রক্ষার্থে বিশ হাজার সৈন্য তোমার সহযাত্রী হবে; আর আবদুল্লা, তুমি চিতোরের সমস্ত মোগল সৈন্যের অধিনায়ক!

আবদুল্লা। গোলাম স্বীকার।

সাগর। তবে যুদ্ধ হেঙ্গামার আশঙ্কা আছে জনাব? না রাণা হয়ে রাজত্ব কর্ব্বার আমার প্রয়োজন নাই। নির্ব্বিরোধে জীবনটাকে এত দূর টেনে এনেছি; এ বয়সে যুদ্ধ হেঙ্গামা সৈবে না জনাব!

জাহাঙ্গীর। ভয় নেই ভীরু, যুদ্ধের জন্য সৈন্য রইল, সেনাপতি রইল ;—

সাগর। সৈন্যসামন্তের দরকার নাই জনাব! দিল্লীতে পালিয়ে আসবার পথ পরিষ্কার রইল কি না তাই বলুন।

আবদুল্লা। আমি যখন রয়েছি কোন ভয় নেই সাগরজি।

সাগর। ভরসাও কিছু নেই। তবে রণপুর দুর্গের বীর তুমি অবশ্য পালাবার কৌশল জান, এই টুকুন্ যা' আশা।

জাহাঙ্গীর। কোন চিন্তা নাই। যাও সাগর, তোমার পিতৃ-রাজ্যে আবার ফিরে যাও। তুমি যেমন দিল্লীর সম্রাট সেবার গৌরব পেয়েছ, তোমার স্বদেশবাসীকেও সেই গৌরবের সুযোগ দাও।

সাগর। জাহাঁপনার মেহেরবাণি! যা'ক জীবনটা বড় অসহিষ্ণু হ'য়ে পড়েছে। একটা রকমারি হোক, বন্দেগি জনাব!

[প্রস্থান।

জাহাঙ্গীর। নূতন পথে চল্লাম ; তোমরা যাও, নিরিবিলিতে আমায় একটু ভাব্‌তে দাও।

[অন্য সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—পথ। কাল - অপরাহ্ণ।

দুইজন রাজপুত নাগরিক।

প্রঃ। সাগরজি চিতোরে এসে একটা নকল রাণা সেজে বসে আছে ;—পবিত্র দেবমন্দিরে মোগলের উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর প্রবেশ করেছে।

দ্বিঃ। আমাদের মহারাণা পঞ্চসহস্র সৈন্য নিয়ে চিতোর উদ্ধার কর্ত্তে ছুটেছেন, সাগরজির পক্ষে মোগল সৈন্যসংখ্যা অর্দ্ধ লক্ষ।

প্রঃ। তা হোক, ঐ অর্দ্ধ লক্ষের ভিতর প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত কয়টা ; একটুখানি হয়রাণ হলেই মোগল সৈন্যগণ সরবৎ খোঁজে।

দ্বিঃ। কিন্তু তারা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত।

প্রঃ। যা'রা মৃত্যুকে ভয় করে না, স্থির সঙ্কল্প যা'রা, অস্ত্রের খর ধার তাদের উদ্যম ভঙ্গ কর্ত্তে পারে না।

দ্বিঃ। আমাদের মহারাণার এবার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! রণস্থলে তাঁর শৌর্য্য প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রতাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

প্রঃ। সেই দিন দেখ্‌লাম,—পেশোলার বিলাস কুঞ্জে একটা চঞ্চল যুবক যৌবনের লাস্যলীলায় মত্ত, আজ তার তেজস্বিতা, তার অলৌকিক উদ্দীপনা ধমনীর হিম রক্তকে উষ্ণ করে তুলছে।

দ্বিঃ। কর্ত্তব্যের মধুর আস্বাদ যে পেয়েছে, কোন বিলাস-ব্যাধি তা'র উদ্যম ভঙ্গ কর্ত্তে পারে না।

প্রঃ। ভট্টকবি নারায়ণ গানে গানে মেবার মাতিয়ে তুলেছে, তার গানের মন্ত্র-শক্তি মানুষকে সংসার ভুলিয়ে দেয়।

দ্বিঃ। সুখবিহ্বল মেবারে আবার প্রতাপের যুগ ফিরে এসেছে।

[বান্দার প্রবেশ]

বান্দা। গ্রামবাসিগণ, রাজপুতগণ, ভাইগণ, এখনো তোমরা কটিবন্ধে অসি ধারণ করনি? এখনো বিলাস সজ্জায় অঙ্গ আবরিয়ে আলসে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ? তোমাদের চিতোর রাজপুতনার অতীত গৌরব, সেই স্বর্ণভূমি আজ মোগলে ছেয়ে ফেলেছে, তা'দের কামানের ভীম গর্জ্জনে আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছে; আর তোমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছ? দেশের এই দুর্দ্দিনে ত বিলাস-বাসনার বিহ্বল-আবেশে থাকবার অবসর নেই ভাই! অগ্রসর হও; নিরুদ্বেগের সুখ মোহ টুটে দাও। দেশের মান, জাতির প্রতিষ্ঠা রক্ষা কর।

প্রঃ। আমরা যাব ঠাকুর, তুমিই আমাদিগকে চালিত কর।

বান্দা। যাও ভাই, তোমাদের মহারাণা মাত্র পঞ্চসহস্র সৈন্য নিয়ে চিতোর উদ্ধারে ছুটেছেন; মোগল তার দশ গুণ, যাও তাঁর শক্তি বৃদ্ধি কর।

দ্বিঃ। সাগরজি কি কচ্ছেন?

বান্দা। চিতোরের শূন্য প্রাসাদে বসে বাতাসের সঙ্গে কথা কইছেন, মোগলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে, কোন চিতোরসন্তান সাগরজির ছায়া স্পর্শ করেনি।

[নেপথ্যে গীত]

দ্বিঃ। নারায়ণ আসছে।

[গাইতে গাইতে ভট্টবালকগণসহ নারায়ণের প্রবেশ]

গীত।

চল, চল, চল, মরণ আহবে
মরম দুঃখ ঘুচাতে।
মোরা শত সন্তান ঢালিগে পরাণ,
মলিন মুখ মুছাতে,
—মায়ের মলিন মুখ মুছাতে।
হোথায় ঝলসে লক্ষ কৃপাণ
হোথায় গরজে কোটি কামান,
উড়ায়ে মোদের রক্ত নিশান,
চল, চল, চল ত্বরিতে।
যদি হৃদয়ে বিলসে ভক্তি বাহুতে তবে আসিবে শক্তি
ফুটিবে গরিমা ছুটিবে মহিমা।
মুগ্ধ ভারতে চকিতে।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—দুর্গাভ্যন্তর।　　কাল—রাত্রি।

সাগরজি ও পারিষদ।

সাগর। রাত্রি গভীর হয়ে এলো।

পারি। আজ্ঞে।

সাগর। দেখ, আমি চিতোরের রাণা ত?

পারি। অবশ্য।

সাগর। কিন্তু একটা বড় মজা।

পারি। আজ্ঞে, বড় মজা।

সাগর। যে আমার একটিও নেই প্রজা।

পারি। আজ্ঞে।

সাগর। ঝঞ্ঝাট কিছুই নেই।

পারি। আজ্ঞে।

সাগর। যেন বাদসার সহধর্ম্মিণী।

পারি। তা' বৈ কি!

সাগর। না, উপমাটি জুত হলোনা।

পারি। আজ্ঞে না, জুত হলোনা।

সাগর। যেন একলিঙ্গের এঁড়ে বাছুর।

পারি। আজ্ঞে।

সাগর। খাচ্ছি, দাচ্ছি, ফূর্ত্তি কচ্ছি—

পারি। আজ্ঞে তা' ঠিক।

সাগর। ঠিক কিরে? আমি এঁড়ে বাছুর?

পারি। আজ্ঞে।

সাগর। আবার আজ্ঞে? দূর হতভাগা।

পারি। আজ্ঞে হতভাগা।

সাগর। বেশ।

পারি। আজ্ঞে।

সাগর। আচ্ছা আমি যদি হাই তুলি? [তথাকরণ]

পারি। আমি তুড়ি দেব রাণা। [তথাকরণ]

সাগর। মনে কিন্তু একটা বড় আপশোষ রয়ে গেল।

পারি। আজ্ঞে।

সাগর। যে একটা লোককেও শূলে দিতে পার্লেম না।

পারি। আজ্ঞে।

সাগর। এই বিজন রাজ্যে তুমিই একমাত্র আমার প্রজা, তুমি ভিন্ন কা'রো উপর হুকুম চালাবার আমার সুযোগ নাই।

পারি। তা বৈ কি।

সাগর। আমি যদি তোমায় একটা চড় দিতে উদ্যত হই?

পারি। আমি গাল পেতে দেব রাণা!

সাগর। যদি কীল দেই?

পারি। পিঠ পেতে দেব।

সাগর। যদি শূলে দিই।

পারি। সে কি? আমার যে প্রাণ যাবে রাণা! আমি যে মরব।

সাগর। মূর্খ, প্রাণ গেলে কি সকলে মরে থাকে? প্রতাপ কি মরেছে? পুত্ত কি মরেছে? আকবরশা কি মরেছে? মরেছি তুই আর আমি,—বেঁচে থেকেও মরেছি।

পারি। না মহারাজ, আমি মরিনি, ছেড়ে দিন, আমি প্রাণ দিতে পার্ব্ব না।

সাগর। পার্ব্বি না? বেইমান, বেল্লিক, শুধু বসে' বসে' খোসামুদ কচ্ছিস্! জানিস্? প্রতাপের জন্য কত হাজার হাজার লোক প্রাণ দিতে চাইছে!

পারি। উঁ হুঁ।

সাগর। কি হলোরে?

পারি। শূল বেদনা, উঃ হুঃ! গেল গেল, পেট গেল।

সাগর। শূলে না উঠতেই শূল বেদনা লেগে গেল, আগে বেটা, শূলে চড়, তারপর পেট বেদনার ঔষধ দেব।

পারি। শূলের মাথায় পেটও থাকবে না প্রাণও থাকবে না যে মহারাজ!

সাগর। নাই বা রৈল? তোর কতদিনের কত সাধ পূরিয়েছি, তুই আমার একটা সাধ পূর্ণ কত্তে পাল্লি না? প্রাণটা এত বড় হলো তোর? নেমক্ হারাম, বদ্‌খত, দূর হয়ে যা।

[পদাঘাত]

পারি। যদি সখ না মিটে থাকে আরো একটা দিন, তবু প্রাণে মার্ব্বেন না।

[প্রস্থান।]

সাগর। যাক্! একাই থাকৃব এই প্রকাণ্ড পুরী খাঁ খাঁ কচ্ছে, করুক; আমি এই শূন্য ভবনে বসে সাম্রাজ্যের পত্তন কচ্ছি। বাঃ! ক্যাসা ফূর্ত্তি! কোন চিন্তা নাই, কোন ভাবনা নাই; বসে বসে আকাশের তারা গুণ্‌ছি, যদি যৌবনটা ফিরে পেতুম, একবার, আকণ্ঠ পূরিয়ে ভোগ কর্ত্তুম; মোগলের বিলাসমঞ্চে বসে কি দরাজ হাতে তা'কে অপব্যয় করেছি, পরিতাপ হচ্ছে, আজ সাহান শা' বাদসা আমা হতে সুখী কিসে? এই আলোকিত প্রাসাদে, আসক্তির অজস্র উপকরণ জড়িয়ে নিরুদ্বেগে বসে আছি। আকাশে আজ আলোকের এত সমারোহ কেন? ওঃ বুঝেছি;—তারা আমার অভ্যর্থনার জন্য রোসনাই জ্বেলেছে, না, বাহিরে এত আলো থাকতে আবার এই কৃত্রিম আলো জ্বালিয়ে রাখি কেন? [দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া] ঐ নক্ষত্র পুঞ্জ ঐখান হ'তে আমায় কিরণ দেবে; না, এ যে হলোনা! উঃ কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার! শ্বাস ফেল্‌তে কষ্ট হচ্ছে; ঐ চিতোরের বিচূড় মন্দির গুলো প্রেতের মত দাঁড়িয়ে আছে, কি ভীষণ! ঐ যে ভগ্ন প্রাসাদের উপর চিতোরের গৌরব স্মৃতি বিকট নয়নে আমার পানে চেয়ে আছে। কি বীভৎস! ঐ যে বাপ্পা, ঐ যে হামির, ঐ যে বালক বাদল আমায় ব্যঙ্গ কচ্ছে! আবার ও কে?—

দীনবেশ, কিন্তু দীপ্ত গরিমায় ললাটখানি ঘিরে আছে, কি প্রশান্ত বক্ষ! কি ঋজু সুঠাম শরীর! তীব্র নয়ন, তীব্র চাহনি! ও কি? ও কি? ঐযে,—বিদ্যুতের একটা জ্বালাময়ী শিখা আমার দিকে ছুটে আস্‌ছে। রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমি—মচ্ছি। প্রতাপ, প্রতাপ, ভাই আমার, আমি অপরাধ করেছি, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর! আবার ও কি? বিষাক্ত অসির অগ্রভাগ আমার হৃদপিণ্ডে বসিয়েছ? উঃ! কেটে গেল, কেটে গেল ভাই,—

[নেপথ্যে দৈববাণী—তুমি এই পুণ্যস্থান কলুষিত করোনা, এই পুরী পরিত্যাগ কর, দেশদ্রোহীর মাতৃ অঙ্কে স্থান নেই।]

সাগর। তাই হবে, তাই হবে, আমি এই পুরী পরিত্যাগ কচ্ছি। উঃ, হুঃ, উঃ! [ভয়ে মূর্চ্ছিত]

(অমর ও কেশবের প্রবেশ।)

অমর। কাকা, কাকা!

সাগর। না, না, মেরোনা, মেরোনা।

অমর। ওঠ কাকা! তুমি কি ভয় পেয়েছ?

সাগর। তুমি কে?

অমর। অমর; ওঠ কাকা। [হাত ধরিয়া তুলিল]

সাগর। অমর? দাঁড়া আমি চোখ ভরে তোকে একবার দেখি। জন্মভূমির সার্থক সন্তান, বংশের ভূষণ, আয় বাবা, তোর চিতোর তুই গ্রহণ কর।

অমর। তুমি আমার পূজনীয় পিতৃব্য; তুমি এই চিতোর শাসন করে মায়ের মুখ উজ্জ্বল কর।

সাগর। না, সেই সামর্থ্য আমার নাই। যদি দিন থাক্‌ত!— না; আমি যাই, প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব; মর্ব্ব! [বেগে প্রস্থান

কেশব। অনুশোচনার কশাঘাতে সাগরজি জর জর হয়েছেন বোধ হয় এবার মোগল আশ্রয় ত্যাগ কর্ব্বেন।

অমর। হায়রে হতভাগ্য কাকা!

[সৈন্যগণ সহ পূর্ণমল্লের প্রবেশ]

সৈন্যগণ। জয় মহারাণার জয়।

অমর। কি সংবাদ পূর্ণ?

পূর্ণ। আবতুল্লা সসৈন্যে পালিয়েছে। অন্তলা ভিন্ন চিতোরের সকল দুর্গই আমাদের অধিকারে।

অমর। এখন কর্ত্তব্য ঐ অন্তলা অধিকার করা। যাও সকলে প্রস্তুত হও!

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—প্রভাত।

জাহাঙ্গীর ও ওম্‌রাহগণ।

জাহাঙ্গীর। সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়েছি, সাগর এমন কল্লে ?

প্রঃ ওম। সাগরজি যে এমন কর্ব্বে গোড়াতে কিছু বোঝা যায়নি জনাব !

[সাগরজির প্রবেশ]

জাহাঙ্গীর। বেইমান, কাফের !—

সাগর। আরো নীচ, আরো অধম জনাব !

জাহাঙ্গীর। তুমি রাজা হওয়ার উপযুক্ত নও।

সাগর। কিছুতেই নই জনাব! তাই রাজ্য ছেড়ে চলে এসেছি।

জাহাঙ্গীর। ছেড়ে আসনি,—শত্রুর হাতে সঁপে এসেছ। বিশ্বাস ঘাতক !

সাগর। নীচ, ঘৃণিত, জঘন্য আমি, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নই জনাব !

জাহাঙ্গীর। নও ? তোমায় বিশ্বাস করে একটা রাজ্য গছিয়ে দিইছিলাম, তুমি তা' আমার শত্রুর হাতে দিয়ে এসেছ।

সাগর। যার রাজ্য তাকে দিয়েছি জনাব !

জাহাঙ্গীর। চিতোর আমার বিজিত রাজ্য।

সাগর। আমিও তা' মনে কর্ত্তাম জাঁহাপনা ! আমার সেই

ভ্রম কেটেছে।—একটা প্রবল বাহিনী চালনা করে ক্ষুদ্র একটা জনপদ ধ্বংসকে যুদ্ধ জয় বলে?

জাহাঙ্গীর। যুদ্ধনীতি তোমার কাছে শিখ্‌তে হবে না সাগর!

সাগর। তা' জানি জনাব! আমায় শাস্তি দিউন।

জাহাঙ্গীর। তুমি আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে এসেছ;—আমার চিতোর আমার চির শত্রুকে দিয়ে এসেছ; তোমার চক্ষু উৎপাটিত কর্লে, গায়ের ছাল তুলে ফেল্লে শাস্তি কঠোর হয় না; কিন্তু, তুমি মহবৎ খাঁর পিতা।

সাগর। মহবৎ খাঁর পিতা? আমি গিহ্লোটের বংশধর, বাপ্পার শোণিত আমার শিরায়, প্রতাপ আমার ভাই; আমি মহবৎ খাঁর পিতা! হায়রে—দুর্ভাগ্য পুত্র! আজ তোর পিতা বলে ঘৃণায় বক্ষ আবিল হয়ে উঠ্‌ছে।

জাহাঙ্গীর। মহবৎ খাঁর শৌর্য্যে বর্ত্তমান দিল্লী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, এর জন্য তোমায় ক্ষমা কর্ল্লাম সাগর!

সাগর। জাঁহাপনার মেহেরবাণি; কিন্তু সাগর ত এই ধিক্কৃত জীবন ভার আর বইবে না। এক দিন ছিল জাঁহাপনা, আপনার অনুগ্রহ-পুষ্ট প্রসাদ পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে কর্ত্তাম,—

প্রঃ ওম্‌রাহ। এখন কি আর সেই দিন নেইকো জি?

সাগর। না খাঁসাহেব, এখন সেই মোহ ভেঙ্গেছে। যেই দিন চিতোরে যেয়ে, আমার জাতির অতীত গৌরবের ভস্মস্তূপের উপর সিংহাসন পেতে বসে' চিতোরের ভগ্ন সৌধচূড়ার হৃত শোভা

দেখেছিলাম!—অশ্রুতে চোখ ভরে গিয়েছিল; তার পর অনেক দিন পরে দেখলাম সেই রাজপুত জাতিটাকে,—অনাড়ম্বর, মৃত্যু ভয়-হীন, স্থির-প্রতিজ্ঞ, দেশগত-প্রাণ, এত অত্যাচারেও পর্ব্বতের মত অটল, সমুদ্রের মত উদার! মনে ধিক্কার হল,—কি ছিলাম; কি হয়েছি; কি সৌভাগ্য, কি সম্পদ হারিয়েছি!

প্রঃ ওম্‌রাহ। এখন, সম্রাটের সুবর্ণমণ্ডিত প্রাসাদ আর আকাঙ্ক্ষা কর না?

সাগর। না খাঁসাহেব, বুঝেছি, আমার দীনা জননীর স্নেহ-মধুর ধূলিকণা আমার গৌরবের।

জাহাঙ্গীর। মহবৎখাঁর পিতাকে আমি কিছুতেই দণ্ডদিতে পারি না। কিন্তু জেনো সাগর,—মোগলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভিন্ন এই প্রাসাদে অন্য কা'রো স্থান নাই।

সাগর। কোন প্রয়োজন নাই, আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব!

দ্বিঃ ওম্‌রাহ। মোগল সাম্রাজ্যটি ধ্বংস কর্ব্বে না কি?

সাগর। না খাঁসাহেব; যেই সাম্রাজ্য ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত, কি সাধ্য আমার তা' ধ্বংস করি?

জাহাঙ্গীর। তবে?

সাগর। ধ্বংস কর্ব্ব জাঁহাপনা! কিন্তু সে মোগল সাম্রাজ্য নহে,—মোগলের পদরজ মণ্ডিত এই কলুষিত দেহকে [কটিবন্ধ হইতে ছুরি বাহির করিয়া] এই শাণিত ছুরিকা দেখছেন জনাব! এই ছুরিকা; সেই দিন,—যেই দিন চিতোরের ভগ্ন মন্দিরে বসে' চিতোরলক্ষ্মীর

বিষাদ-পাণ্ডুর মূর্ত্তিখানি দেখেছিলাম, সেই দিন ইহা আমার হৃদয়ের রক্তপান কর্ব্বার জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছিল; পারিনি, সাহস হারিয়েছিলাম। আজ আমার লুপ্ত শক্তি ফিরে এসেছে, আমি প্রায়শ্চিত্ত কর্চ্ছি, মর্চ্ছি—[ছুরি নিজের বুকে বসাইয়া দিল]

সকলে। একি! একি!

সাগর। বড় সুখে মর্চ্ছি, কোন দুঃখ নাই। ও কে?—গৈরিকাম্বরা, বিভূতিভূষণা, স্মিতনয়না!—ও কে মা তুমি? আজ এই হতভাগ্যের শিয়রে এসে কল্যাণভরা কর দুটি প্রসারিত করে আমায় বুকে টেনে নিচ্ছ? তুইই কি আমার সেই মা? সেই মা? মা! মা! ডাকতে পাচ্ছিনা, জিহ্বা জড়িয়ে যাচ্ছে। ওমা, মা—মা—[মৃত্যু]।

প্রঃ ওমরাহ। কি আশ্চর্য্য!

জাহাঙ্গীর। সত্যই কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য এই রাজপুত জাতি! যতই দেখছি মুগ্ধ হচ্ছি। আমার পিতৃপুরুষ এমন এক দেশ জয় করেছেন, যা'কে কিছুই দিতে হয়নি, এমন এক জাতি জয় করেছেন যা'কে কিছু শেখাতে হয়নি, যার জ্ঞান বৈভব পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে ধন্য করেছে। কি অপূর্ব্ব এই আর্য্যজাতি! এদিগকে জয় করেও গৌরব। এই জাতটা যদি আজ মোগলের পাশে এসে দাঁড়ায়, যদি জেতা বিজেতা পরস্পরের পার্থক্য ভুলে উভয় উভয়কে আলিঙ্গন কর্ত্তে পারে, যদি এই হিন্দু-মুসলমান, এই রাজা প্রজা এক শক্তির সঙ্ঘতে এসে মিলিত হয়, এই হিন্দুস্থানে কি অপূর্ব্ব

শক্তির সমাহার হয়! আমার পিতা কল্পনানেত্রে ভবিষ্যতের এই উজ্জ্বল চিত্র দেখেছিলেন।

দ্বিঃ ওম্‌রাহ। এই দেহের কি হবে জাঁহাপনা?

জাহাঙ্গীর। স্পর্শ কর না। আমার হিন্দু সৈনিক দিয়ে, হিন্দু নিষ্ঠায়, রাজ সম্মানে এই দেহের সংকারের উদ্যোগ করগে।

[মহবৎ খাঁর প্রবেশ]

মহবৎ। পিতা! পিতা!

জাহাঙ্গীর। পিতার মৃত্যুতে দুঃখ কোরো না মহবৎ! দেশ-মাতৃকার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখতে দেখতে তোমার পিতা দেহত্যাগ করেছেন, দুঃখ কিন্তু, সেই দৃশ্য তুমি দেখলে না, যে কি একটা গরিমায়, কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ এসে সেই মৃত্যু-পাণ্ডুর দেহখানিকে বেষ্টন করে ছিল!

মহবৎ। পিতা মার মূর্ত্তি দেখে কৃতার্থ হয়ে স্বর্গে গেলেন, আর হতভাগ্য আমি সেই মাকে ভুলে—

জাহাঙ্গীর। কিসের দুঃখ মহবৎ? কে সেই মা? আজ যদি হিন্দু-মসলমান মিলিত কণ্ঠে এই হিন্দুস্থানকে মা বলে ডেকে উঠে কা'রো ন্যায্য অধিকারে বাধা পড়ে কি? ভারতবর্ষের সীমা বিস্তার করে' দাও,—সিন্ধু নদ অতিক্রম করে' ইউফ্রেটিসের কুলে এসে সীমা নির্দ্দেশ কর; কি ক্ষতি?—এক পৃথিবী, এক সূর্য্য চন্দ্র, এক মানবজাতি, এক মা, এক সন্তান।

মহবৎ। উদার সম্রাট! তাই তোমার সেবক আমি।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—অন্তলা দুর্গের পাদদেশস্থ প্রাঙ্গন। কাল—প্রভাত।

মুকুন্দ, পূর্ণমল্, বান্দা ও সৈন্যগণ।

মুকুন্দ। 'হিরোল'—সম্মান আমারই অধিকার। চন্দাবৎ বংশই চিরদিন মেবার বাহিনীর সম্মুখ ভাগ চালিত করে' মেবার লক্ষ্মীর বিজয় মালিকার জন্য প্রস্ফুটিত শতদল আহরণ করেছে।

পূর্ণ। কিন্তু শক্তাবৎ বংশই তাঁর মাথায় হীরক মুকুট পরিয়ে দেছে। 'হিরোল' সম্মানের শক্তাবৎবংশই ন্যায্য অধিকারী। আমিই বাহিনীর সম্মুখ ভাগ চালিত কর্ব্ব।

মুকুন্দ। স্বর্গগত মহারাণা সেই শক্তিমান বংশকে সর্ব্বোচ্চ সম্মানে অভিষিক্ত করেছেন, এই মেবারে এমন কেউ নেই যে তাকে সেই সম্মান হতে বিচ্যুত করে!

পূর্ণ। সম্মান কখনো বংশগত অধিকারের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না—তার প্রতিষ্ঠা জ্ঞানের উপর, শক্তির উপর, মনুষ্যত্বের উপর।

মুকুন্দ। চন্দাবৎ বংশ জ্ঞান, শক্তি, মনুষ্যত্ব কিছুই হারায়নি।

পূর্ণ। কিন্তু শক্তাবৎ বংশ এই সব সম্পদে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। কেন সে পশ্চাতে পড়ে থাকবে?

[রাণা অমর সিংহ ও কেশবের প্রবেশ]

অমর। দেশের এই সঙ্কট সময়ে একি আত্ম-কলহ সর্দ্দার?

পূর্ণ। না, মহারাণা! শক্তাবৎ কিছুতেই অবজ্ঞাত হয়ে থাকবে না।

বান্দা। ভগবান একলিঙ্গের প্রসাদে চন্দাবৎ বংশ চিরদিন যেই সম্মান লাভ করে এসেছে, যেই বংশের ভীম অসিখানি লক্ষ শত্রুশোণিতে স্নাত, আজ শক্তাবৎ সর্দ্দার কোন অমানুষিক কীর্ত্তির দ্বারা সেই সম্মান কেড়ে নিতে চায়?

পূর্ণ। কি শ্রেষ্ঠতায় শক্তাবৎ আজ সর্ব্বোচ্চে তার পরীক্ষা হোক।

মুকুন্দ। সেই ভাল। অসি বার কর পূর্ণ!

[উভয়ে অসি নিষ্কাসিত করিল।]

অমর। [উভয়ের মধ্যস্থলে আসিয়া] একি? দুটি প্রবল মেঘের সংঘাতে মেবার ধ্বংস হয়ে যাবে যে।

মুকুন্দ। না, রাণা! আজ পরীক্ষা। আজ সমস্ত মেবার বিস্ময়াকুল-নেত্রে এই পরীক্ষা চেয়ে দেখুক।

অমর। তবে তাই হোক। ঐখানেই পরীক্ষা হোক।—ঐ অন্তলা দুর্গ এখনো মোগল অধিকার করে আছে, ঐ দুর্গ জয় করে

যে হোথায়,—ঐ দুর্গ প্রাকারে মেবারের বিজয় কেতন প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে পার্ব্বে, এই 'হিরোল' সম্মান আজ হ'তে তারই।

কেশব। সেই ভাল। যাও বীরগণ! অন্তলা জয় করে এই শ্রেষ্ঠ 'হিরোল' সম্মানে মণ্ডিত হয়ে মায়ের মুখ উজ্জ্বল কর।

মুকুন্দ। তাই হউক। চল বান্দা ঠাকুর, চন্দাবতের কীর্ত্তি দেখিয়ে আর একবার মেবারকে মুগ্ধ করে দিই।

বান্দা। বান্দা চিরদিনই চন্দাবৎ বংশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

মুকুন্দ। যাই রাণা!

পূর্ণ। আশীর্ব্বাদ করুন রাণা!

[অবনত মস্তকে পূর্ণ, মুকুন্দ ও বান্দার সৈন্যগণসহ প্রস্থান ।

অমর। যাও বীরগণ! এই ভীষণ সমরে বিজয়-লক্ষ্মী তোমাদেরে বরণ করুক।

[জনৈক রাজপুত সৈনিকের প্রবেশ]

সৈনিক। সা'বাজ খাঁর সহধর্ম্মিণী বন্দী হয়েছে মহারাণা!

অমর। মুক্ত করে দাও। রাজপুতগণ কি এতই হেয় হয়ে পড়েছে যে নারীকে বন্দী করে?

কেশব। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সকলি কর্ত্তে হয় রাণা!

অমর। এই নীতি আর্য্যগণের আচরণীয় হওয়া উচিত নয় কেশব! নারী,—যে মাতৃমূর্ত্তিতে হৃদয় মধ্যে দেবত্ব ফুটিয়ে তোলে; নারী,—যে প্রীতির প্রতিমা রূপে প্রাণকে স্নিগ্ধ করে দেয়; নারী,—যে কন্যারূপে, ভগ্নীরূপে স্নেহের অনাবিল প্রবাহে সংসারকে

মধুময় করে তোলে! নারীর লাঞ্ছনা? ছিঃ! এখনই তাকে মুক্ত করে দাওগে!

সৈনিক। যো হুকুম মহারাণা।

[অবনত মস্তকে প্রস্থান]

কেশব। রাঠোর হরিদাস পুত্র শোক ভুলে আবার অসি নিয়ে যুদ্ধে নেমেছে; তাঁর লোল চর্ম্ম, পলিত কেশ, তাঁর হৃদয়ের উৎসাহকে স্থবির কর্ত্তে পারেনি।

অমর। পূজনীয় পিতা, সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী মাতৃমন্ত্র বলে মেবারে নূতন প্রাণধারা সঞ্চারিত করেছেন। এই সঞ্জীবনী মন্ত্র যার কাণে পৌঁছে, সে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনায় ছুটে যায়। সেইদিন বিলাস-কুঞ্জ মধ্যে এই হরিদাসের কণ্ঠ হতেই সেই মন্ত্র, বিস্মৃতির বধির যবনিকা দীর্ণ করে' আমার কর্ণে ধ্বনিত হয়।

[নেপথ্যে কামান গর্জ্জন]

অমর। সর্দ্দারগণ দুর্গ আক্রমণ করেছে।

কেশব। চলুন রাণা আপনাকে দেখলে সৈন্যগণ উৎসাহে নৃত্য করে—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—বনপথ। কাল—প্রভাত।

আবদুল্লা।

আবদুল্লা। সন্ধ্যা হয়ে এলো, সম্মুখে অন্ধকার! কিন্তু কৈ? কোন উদ্দেশ পেলাম না। আমার আশা, আমার ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে' তুমি নিরাপদে থাকবে? কখনো না। হিংসায় আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে।

[সহিদাসের প্রবেশ]

সহি। তুমি কি পথ হারিয়েছ?

আবদুল্লা। না।

সহি। তবে হেথায় কেন? এই গভীর বনে?

আবদুল্লা। প্রয়োজন আছে। তুমি বলতে পার বালক, মেবারের রাণা কোথায়?

সহি। পারি।

আবদুল্লা। বল দেখি?

সহি। কেন বলব?

আবদুল্লা। তোমায় পুরস্কার দেব।

সহি। কি পুরস্কার?

আবদুল্লা। এই পাগড়ি তোমায় দেব। এতে কত হীরে, মুক্তোর ফুল আছে!

সহি। আমার ফুলের কি অভাব আছে? হেথাকার ঘাসে ফুল ফোটে, বনে বনে ফুলের বাহার!

আবদুল্লা। এই ফুলের সঙ্গে কি তার তুলনা হয়? এ যে বহু মূল্যবান ফুল।

সহি। ও ত দেবতার পূজায় দিতে পার্ব্ব না, ওর আবার মূল্য কি?

আবদুল্লা। কেন পার্ব্বেনা?

সহি। ওর যে সৌরভ নেই।

আবদুল্লা। তোমাদের দেবতা কি শুধু সৌরভ চায়, সৌন্দর্য্য চায় না?

সহি। বাবা বলেন, বাহিরের সৌন্দর্য্য হতে, ভিতরের সৌরভে দেবতা বেশী প্রীত হন।

আবদুল্লা। আচ্ছা বালক, এই বনে তোমার ভয় করে না?

সহি। ভয়? তিনি কে মহাশয়?

আবদুল্লা। ভয় কে জান না?

সহি। না, মহাশয়।

আবদুল্লা। আমি যদি এই অসি দিয়ে তোমায় কেটে ফেলি?

সহি। পার্ব্বে কেন? আমার কাছেও যে অসি রয়েছে।

আবদুল্লা। এস দেখিন্।

সহি। এস। [অসি বাহির করিল]

আবদুল্লা। না তোমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বনা, রাণাকে আমার প্রয়োজন।

সহি। কি প্রয়োজন ?

আবদুল্লা। আগে বল তিনি কোথায় ?

সহি। আগে বল কি প্রয়োজন।

আবদুল্লা। যদি তোমায় একটা মিথ্যা স্তোক বাক্য বলি।

সহি। তোমার সঙ্গে কথা কইব না ; বাবা বলেছেন, যে মিথ্যা কথা বলে তার সঙ্গে কথা কইতে নাই।

আবদুল্লা। তবে সত্য কথা বলব, তুমি রাণা কোথায় দেখিয়ে দেবে ?

সহি। দেব।

আবদুল্লা। ঠিক।

সহি। ঠিক।

আবদুল্লা। দেখ, তোমাদের রাণা আমার সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ করেছেন।

সহি। তুমি কে ?

আবদুল্লা। সেনাপতি আবদুল্লা।

সহি। তুমি সেনাপতি ? এখানে কেন ?

আবদুল্লা। তোমাদের রাণাকে খুঁজতে।

সহি। রাণাকে কি প্রয়োজন ?

আবদুল্লা। রাণা বার বার আমার আক্রমণ ব্যর্থ করেছেন, এই জন্য আমি মোগল দরবারে লাঞ্ছিত হচ্ছি; এই লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেব।

সহি। তোমাদের রাজা তোমাকে লাঞ্ছিত করেছে, তুমি আমাদের রাণার উপর তার প্রতিশোধ নেবে কেন?

আবদুল্লা। রাণার অপূর্ব্ব বীরত্বের জন্যই ত আমার এই লাঞ্ছনা।

সহি। বীর তুমি, সেনাপতি তুমি; তুমিই বীরত্বের মর্য্যাদা নষ্ট কর্ব্বে?

আবদুল্লা। তার কৈফিয়ত তোমার কাছে দেওয়া আমার শোভা পায়না।

সহি। কি প্রতিশোধ নেবে?

আবদুল্লা। রাণাকে হত্যা কর্ব্ব।

সহি। পার্ব্বে কেন? মহারাণার বীরত্বে আজ মোগল সাম্রাজ্য কেঁপে উঠেছে।

আবদুল্লা। আমি নিজেকে গোপন রেখে তাঁকে গুলি কর্ব্ব।

সহি। এত নীচ তুমি?

আবদুল্লা। এখন বল তিনি কোথায়?

সহি। বল্‌ব না।

আবদুল্লা। তুমি কথা দিয়েছ, সত্য ভঙ্গ করবে?

সহি। ওযে বড় সর্ব্বনেশে সত্য।

আবদুল্লা। তবে সত্য ভঙ্গ কর।

সহি। তাইত, না, বলব ; ঐ দূরে মন্দির দেখছ, ঐ চিতোরেশ্বরীর মন্দির, ঐখানে আজ মহারাণা মার পূজা দিতে গেছেন। যাই, মহারাণাকে সাবধান করে দিইগে।

[দৌড়িয়া প্রস্থান]

আবদুল্লা। [পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া] কোথায় যাবে বালক ? [ফিরিয়া আসিয়া] না, একি প্রতিহিংসা, একটা ক্ষুদ্র বালকের যা' কর্ত্তব্য জ্ঞান, তাও হারাতে বসেছি! এতই নীচে নেমে যাচ্ছি ? ছি ! ছি !

[ধীরে ধীরে প্রস্থান]

আবদুল্লা। [পুনঃ প্রবেশ করিয়া] রাত্রি হয়ে এসেছে, পথ দেখছি না। শ্বাপদ শঙ্কুল অরণ্য !—তা হতেও ভীষণ চারিদিকে রক্তলিপ্সু রাজপুতগণ। বেঘোরেই প্রাণটা গেল।

[সহিদাসের প্রবেশ]

সহি। তুমি পথ হারিয়েছ, ভয় নাই, আমার সঙ্গে এস, রাণা তোমার আতিথ্য যাচঞা কচ্ছেন।

আবদুল্লা। রাণা ? কে ? অমর সিংহ ?

[অমরসিংহের প্রবেশ]

অমর। কোন ভয় নেই সেনাপতি ! বিপন্নের উপর রাজপুতগণ অস্ত্রাঘাত করে না। আজ তুমি আমার অতিথি ; কোন ভয়

নেই। রাজপুত আতিথ্যের সম্মান রক্ষা করতে জানে। এই ভীষণ অরণ্যে এমন গভীর রাত্রে তুমি যে পথ পাবে না সেনাপতি!

আবদুল্লা। মহারাণা আপনার শৌর্য্যের কাছে আমি বার বার পরাজিত; আজ আপনার মহত্বের কাছেও পরাভব স্বীকার করছি।

অমর। রাত্রি গভীর হচ্ছে, এস।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—অন্তলা দুর্গের একপার্শ্ব। কাল—রাত্রি।

হরিদাস ও সৈন্যগণ।

হরিদাস। [নেপথ্যের দিকে চাহিয়া] ঐ দেখ, চন্দাবৎ ও শক্তাবৎ সর্দ্দারগণ দুর্গ আক্রমণ করেছে, ঐযে কামানের মুখ হতে গভীর গর্জ্জনে অগ্নিরাশি ছুটে আসছে, অমা রজনীর অন্ধকার লুপ্ত করে অসংখ্য তরবারি হ'তে বিদ্যুৎ প্রভা বেরিয়ে আসছে। অগ্রসর হও, বল—হর, হর, বম্ বম্—

সৈন্যগণ। হর হর বম্ বম্।

হরিদাস। মনে রেখো ঐ অন্তলা দুর্গ জয়ের উপর চিতোরের ভবিষ্যৎ নির্ভর কচ্ছে;—এই রাত্রির অবসানে হয় তার গরিমাময় ললাট, নবোদিত সূর্য্যের হেম প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌বে, নতুবা এই গাঢ় অন্ধকার চিরদিনের জন্য তাকে ব্যেপে থাকবে; জীবন মরণের ভীম সিন্ধুগর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়, জীবন পণ কর, যার জন্য বিজয়-ঝাঁপি পূর্ণ করে মণিমুক্তার মোহন মালা নিয়ে এস। বল—হর হর বম্ বম্।

[কেশব ও রাণা অমরসিংহের প্রবেশ]

হরিদাস। [নেপথ্যের দিকে দেখাইয়া] ঐ দেখুন রাণা, চন্দাবৎ সর্দ্দার কি ভীষণ বেগে দুর্গ আক্রমণ করেছে,—অগ্নিপিণ্ডের রক্তাক্ত ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে কি অসীম উৎসাহে ধেয়ে চলেছে!

কেশব। ঐ পার্শ্বে দেখুন, শক্তাবৎ সর্দ্দার হস্তিবাহিনী নিয়ে প্রলয় মূর্ত্তি ধরে ছুটেছে! কি ভৈরব, কি ভীষণ সে দৃশ্য!—যেন বজ্রাগ্নি ভরা, ভীম মেঘ খণ্ড পৃথিবী চূর্ণ কর্‌তে ছুটে চলেছে। বল,—হর হর বম্ বম্।

সকলে। হর হর বম্ বম্।

অমর। যাও সৈন্যগণ! চন্দাবৎ ও শক্তাবৎ বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে তা'দের শক্তি বৃদ্ধি করগে। তোমাদের সম্মুখে তোমাদের পিতৃপুরুষ গঠিত ঐ দুর্গ; ঐ দুর্গে এখনো মোগল পতাকা উড়্‌ছে; ঐ দেখ—শ্রীহীনা চিতোরনগরীর ভগ্ন মিনারগুলো বাতাসের সঙ্গে হাহাকার করে উঠ্‌ছে। যাও, ঐ পতাকা দখল কর, ঐ মিনারের পূর্ব্ব শোভা ফিরিয়ে আন। যাও, বল—হর হর বম্ বম্।

সৈন্যগণ। হর হর বম্ বম্।

[সৈন্যগণের প্রস্থান।

কেশব। ঐ দেখুন, চন্দাবৎ সর্দ্দার কামানের অগ্নিময় গোলক-উদ্গীরণের ভীষণতার মধ্যে ভৈরব মূর্ত্তি ধরে অসি নিয়ে নৃত্য কচ্ছে; তার প্রশান্ত ললাটে অগ্নির শিখা এসে পড়েছে! কি সুন্দর!

হরিদাস। ওকি? ওকি? একটা অগ্নিপিণ্ড চন্দাবতের বুকে এসে পড়্‌ল যে! হায়, হায়, কি সর্ব্বনাশ!

কেশব। আবার ও কে? পৃষ্ঠে আহতকে বেঁধে, অসির ঝলকে দিগন্ত চমকিত করে' ওকে রুদ্র মূর্ত্তি ধরে ছুটেছে? সম্মুখে —দিগন্তব্যাপী অনলের ভৈরব বিস্তার, ঊর্দ্ধে ধূমপুঞ্জের নীরন্ধ্র

অন্ধকার, পদতলে মৃত্যুর রক্ত-শয্যা! কি বীভৎস! কি ভীষণ! বীর ছুটেছে, লক্ষ্য তার—জয়, নয় মৃত্যু।

হরিদাস। ওযে বান্দাঠাকুর রাণা!—আহত চন্দাবৎকে পৃষ্ঠে বেঁধে, 'হিরোল' সম্মানের জন্য ছুটেছে। ঐ যে চন্দাবতের মস্তক তুণীরের উপর এলিয়ে পড়েছে, ঐ যে রক্ত স্রোতে বান্দার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হয়ে যাচ্ছে! কর্ত্তব্যের কি কঠোর আদেশ সে আজ শুনেছে!

কেশব। দুর্গের দুয়ারে শক্তাবতের কাণ্ড দেখ!—অসংখ্য লৌহ-কীলকের উপর পৃষ্ঠ রেখে হস্তিশুণ্ডের ভীম আঘাত বুক পেতে নিচ্ছে! অঙ্গ বোয়ে রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যন্ত্রণার একটা ক্ষীণ রেখাও ললাটে তার কুঞ্চিত হয়ে ওঠেনি। নয়নে কি প্রখর জ্যোতিঃ! ওষ্ঠ কি দৃঢ় সঙ্কল্পে সন্নিবদ্ধ! শক্তাবৎ আজ 'হিরোলের' জন্য জীবন পণ করেছে।

অমর। প্রলয়-ভেরীর ভৈরবনিনাদ বিশ্বমণ্ডল ত্রাসিত করে তুল্‌ছে। চিতোরেশ্বরী আজ যেন ভৈরবী রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধরে নৃত্য করে বেড়াচ্ছে। বল,—জয় মা ভবানী।

সকলে। জয় মা ভবানী।

কেশব। ঐ দেখুন রাণা! বান্দা দুর্গপ্রাকারে উঠে রক্ত পতাকা উড়িয়ে নৃত্য কচ্ছে; চলুন রাণা! অগ্রসর হই।

[অমর ও কেশবের প্রস্থান]

হরিদাস। ঐ যে শক্তাবতের হস্তী দুর্গের কপাট ভেঙ্গেছে

—জয় মা ভবানী, [হঠাৎ একটা গুলি আসিয়া হরিদাসের বুকে পড়িল] মা, মা—[পড়িয়া গেল]

[দৌড়িয়া মহম্মদ আলির প্রবেশ]

মহম্মদ। পিতা,—পিতা!

হরিদাস। অনেকদিন পরে কে আবার তুই সেই অমিয়মাখা কণ্ঠ নিয়ে মধুর সম্ভাষণে ডাক্‌ছিস্? লক্ষ্মণ, তুই স্বর্গ হতে ফিরে এসেছিস্ কি বাপ? উঃ! বড় তৃষ্ণা!

মহম্মদ। আমি লক্ষ্মণ নই বাবা! তারই হত্যাকারী সেই নরাধম। তোমায় দূর হতে দেখে ছুটে এসেছিলুম; কিন্তু হায়! তোমায় রক্ষা কর্ব্বার সৌভাগ্য খোদা আমায় দিলেন না।

হরিদাস। তুই লক্ষ্মণের অমিয়-মধুর কণ্ঠ নিয়ে এসেছিস বাবা! আমার কাণে এখন আর কিছুই শুন্‌ছি না, শুধু তারই কণ্ঠস্বর বাবা, বাবা রবে বেজে উঠ্‌ছে। উঃ! তৃষ্ণা!

মহম্মদ। বাবা—

হরিদাস। তোর সুকোমল হাতখানি আমার বুকের মাঝে এনে রাখ্, আমি লক্ষ্মণের স্পর্শসুখ অনুভব করি।

মহম্মদ। তোমার তৃষ্ণা পেয়েছে বাবা?

হরিদাস। চিরদিন তৃষ্ণার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটেছি, মর্‌বার সময় সে কি আমায় ত্যাগ কর্ব্বে? উঃ! বড় তৃষ্ণা!

মহম্মদ। আমার কাছে জল আছে। দেই বাবা?

হরিদাস। তুই লক্ষ্মণের স্নেহভরা বাবাডাকা কণ্ঠ নিয়ে আমার

মৃত্যু-শয্যার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিস্, তোকে আমি লক্ষ্মণ হতে ভিন্ন মনে কর্ত্তে পারিনা।

মহম্মদ। তবে জল দিই বাবা! [জলপান করাইতে উদ্যত]

হরিদাস। না, হিন্দুর আচার, হিন্দুর নিষ্ঠা, স্নেহের উপরও আধিপত্য করে' আস্‌ছে বাবা, তার শাসন যে মানতে হবে।

মহম্মদ। যাঁর উদারতা পুত্রঘাতীকেও বুকে টেনে আনে, আচার কি তাঁর উপরও আধিপত্য কর্ত্তে পারে?

হরিদাস। এই আচার, এই নিষ্ঠার উপরেই হিন্দুর হিন্দুত্ব বাবা! এই নিষ্ঠা ভেঙ্গে দিয়ে দিল্লীর স্বর্গগত সম্রাট আকবর শা' কতক গুলো হিন্দু গোলামের সৃষ্টি করেছেন।—শৌর্য্যে ও বীরত্বে প্রতাপ সিংহ ও মানসিংহ ভারতবর্ষের যুগল ভাস্কর। কিন্তু ইতিহাস স্নুবর্ণ অক্ষরে প্রতাপের পুণ্য নাম বক্ষে ধারণ করে' কৃতার্থ হয়ে থাক্‌বে, আর মানসিংহের নামের উপর বিস্মৃতির কালিমা ঢেলে দিয়ে তাকে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হতে লুপ্ত করে দিলে, এই ভারত-বর্ষের কোন মর্য্যাদাহানির সম্ভাবনা নাই। উঃ! বড় পিপাসা, কথা কইতে পাচ্ছি না, জিহ্বা আট্‌কে যাচ্ছে!

মহম্মদ। বাবা, বাবা!

হরিহাস। ঐ দূরে এক খানা মন্দির দেখ্‌ছ?

মহম্মদ। ঐ ভগ্ন মন্দির?

হরিদাস। ঐ মন্দিরের শোভা একদিন অতুলনীয়া ছিল। মোগলেরা ঐ সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করেছে। ঐ চিতোরেশ্বরীর মন্দির।

মহম্মদ। স্বজাতির কলঙ্ককীর্ত্তি দেখিয়ে আর লজ্জা দিও না বাবা!

হরিদাস। ঐ মন্দিরে আমায় পৌঁছিয়ে দাও বাবা! মার চরণ দু'টি বুকে রেখে যেন মর্ত্তে পারি।

মহম্মদ। এস নিয়ে যাই বাবা!

[মহম্মদালীর স্কন্ধে ভর করিয়া হরিদাসের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—দুর্গাভ্যন্তর।   কাল—রাত্রি।

জালাল খাঁ ও ফতে খাঁ দাবা খেলিতেছিল।

জালাল। এবার কিস্তি মাৎ।

ফতে খাঁ। এইখানে আমার ঘোড়া।

জালাল। এই আমার পিল।

[নেপথ্যে ভীষণ কোলাহল]

ফতে খাঁ। রাজপুতেরা কিল্লা আক্রমণ করেছে।

জালাল। তা' করেছে করেছে ; অত চেঁচায় কেন? চেঁচালে কি মুখ দিয়ে গোলাগুলি ছুটে আসে?

ফতে খাঁ। মানুষ যখন মানুষের রক্তপান করে তখন ত তারা আর মানুষ থাকে না! তাই পশুর মত চেঁচায়।

জালাল। সৈন্যগণকে তৈয়ারি হওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া যাক্। [উঠিয়া]

ফতে খাঁ। আরে বস, আগে এই বাজি হয়ে যাক্।

জালাল। এই বাজি হতে হতে যদি দুনিয়ার বাজিই ফুরিয়ে যায়!

ফতে খাঁ। চিন্তা কি? বেহস্তে আবার নূতন বাজি আরম্ভ কর্ব্ব।

[নেপথ্যে কামান গর্জ্জন ও কোলাহল]

ফতে খাঁ। আমাদের সৈন্যগণ কি অপদার্থ! বেটারা এই গোলমাল টুকুও থামাতে পাচ্ছে না? বাদসা যেমন ব্যোয়াকুপ্ এদেরে নিয়ে যুদ্ধ জয় কর্ত্তে আমায় পাঠিয়েছেন!

জালাল। খেলা বন্ধ কর, অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে।

ফতেখাঁ। আরে রেখে দাও; হিন্দুরা আবার কিল্লা দখল কর্ব্বে, গাধায় আবার পিলু ভাঁজবে? এই দিকে দেখ্‌ছ? তোমার মন্ত্রীর অবস্থাটাও সঙ্গীন হয়ে উঠেছে; বোড়ের বেগ সাম্‌লাও আগে।

[মৃত চন্দাবৎকে পৃষ্ঠে রাখিয়া পতাকা হস্তে বান্দার প্রবেশ]

বান্দা। 'হিরোল, হিরোল'।

ফতে খাঁ। আরে রাখ বাপু! একি গণ্ডগোল? কে তুমি?

[সৈন্যগণ সহ রক্তাক্ত পূর্ণমলের প্রবেশ]

পূর্ণ। [লুণ্ঠিত হইয়া] 'হিরোল, হিরোল'।

ফতে খাঁ। আবার গোল কচ্ছিস্? জালাল, ডাক আমাদের সেপাহীগণকে।

বান্দা। সেনাপতি! মেবারের রাণা দুর্গ জয় করেছেন, আপনারা এখন আমাদের বন্দী।

ফতে খাঁ। বন্দী? আমাদের সেপাহী সব কি কচ্ছে?

বান্দা। তা'রা যুদ্ধে নিহত হয়েছে।

ফতে খাঁ। যাক্। লেঠা চুকিয়েছে।

জালাল। একজনও কি বেঁচে নেই ?

বান্দা। দু' একশ থাকতে পারে ; তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে।

ফতে খাঁ। তুমি যাও বাপু, তা'দিগকে গুছিয়ে জুটিয়ে ঠিক করে নিয়ে এসত হে।

বান্দা। আমাদের সৈন্যগণ তা'দের পশ্চাৎ ধাবিত হয়েছে।

ফতে খাঁ। বেশ করেছে। বেটারা যুদ্ধ কর্ত্তে এসে পালাচ্ছে কেন !

বান্দা। এখন আপনারা আমাদের বন্দী।

ফতে খাঁ। একটু সবুর, খেলাটা হয়ে যাক্।

বান্দা। এত খেলবার সময় নয় সায়েদ সাহেব !

ফতে খাঁ। জালালের মন্ত্রীটা ফাঁদে পড়েছে, একে মেরে যাই।

বান্দা। মন্ত্রী মেরে কি কর্ব্বেন ? আপনার ভরা যে ডুবি হতে যাচ্ছে। উঠুন আপনাদের যা' অস্ত্র শস্ত্র আছে সব পরিত্যাগ করুন।

ফতে খাঁ। কেন ?

বান্দা। আপনারা যে বন্দী।

ফতে খাঁ। এই হিন্দুগুলো কি অরসিক ! দাঁড়াও আমি যুদ্ধ কর্ব্ব।

বান্দা। কেন নরহত্যা বৃদ্ধি কচ্ছেন সায়েদ সাহেব ?

ফতে খাঁ। দেখ্‌ছ কি জালাল ? দাঁড়াও, অস্ত্র নাও, বেঁধে

নিয়ে যাবে? এস যুদ্ধ করে মরি। মৃত্যু কি এতই কঠিন যে বন্দী হব?

[অসির আঘাতে একজন সৈনিককে আহত করিল]

বান্দা। আক্রমণ কর।

[সৈনিকগণ আক্রমণ করিল]

ফতে খাঁ। যুদ্ধ অসম্ভব; বন্ধন অসহ্য, তার চেয়ে এই ভাল।

[অসি নিজের বুকে বসাইয়া দিল]

জালাল। ও কি কর্লে ফতে খাঁ?

ফতে খাঁ। তুমি ও অসি বুকে বসিয়ে দাও জালাল!—এক সঙ্গে এসেছিলাম, এক সঙ্গে চলে যাই। লা—লাহা—ইলাল্লা—

[মৃত্যু।]

বান্দা। কি স্বাধীন প্রাণ এই মোগলের!

পূর্ণ। এঁকে মুক্ত করে দাও।

বান্দা। যাও সেনাপতি! মুক্ত তুমি।

[জালালের নত মুখে প্রস্থান।]

পূর্ণ। ঠাকুর!

বান্দা। সর্দ্দার!

পূর্ণ। তোমার অপূর্ব্ব শৌর্য্য আজ চন্দাবৎ বংশের সম্মান রক্ষা করেছে।

বান্দা। আপনার অমানুষিক বীরত্ব জগৎকে মুগ্ধ-বিস্ময়ে মৌন করে রেখেছিল।

পূর্ণ। আমার দিন ফুরিয়েছে। মহারাণা কোথায়?

বান্দা। একবার পশ্চাতে ফিরে দেখেছিলাম, দেখ্‌লাম,—একটা অস্থির তুরঙ্গের উপর প্রতাপের দীপ্ত প্রতিভার পুনরাভিনয়—সর্ব্বাঙ্গ রাণার রক্তধারায় অভিষিক্ত, নয়নে তীব্র জ্যোতিঃ, মুখে, জয় জয় ভবানী!

পূর্ণ। আমার সাধ পূরাও ঠাকুর, মৃত্যু সময়ে একবার তাঁকে দেখাও। [নেপথ্যে – জয় মহারাণার জয়]

বান্দা। ঐ জয়ধ্বনি উঠেছে, মহারাণা আসছেন। সৈণ্যগণ, এই মোগল সেনাপতির দেহ সমাধিস্থ করগে।

জনৈক সৈনিক। ওযে যবন্ ঠাকুর!

বান্দা। সৎকার্য্যে হিন্দু যবন কি?—ভগবান স্নিগ্ধ বৃষ্টিধারা হ'তে কণ্টকবৃক্ষকেও বঞ্চিত করেন না। নিয়ে যাও ভাইগণ, স্নেহ, দয়ার জাতি বিচার নাই যে।

[মৃতদেহ লইয়া সৈনিকগণের প্রস্থান।]

[রাণা অমরসিংহ ও কেশবের প্রবেশ।]

সকলে। জয় মহারাণার জয়।

অমর। আমার অকৃত্রিম সুহৃদ, মেবারের গৌরব-ভাস্কর, হে দেশপ্রাণ বীরোত্তম! যাও, অক্ষয় স্বর্গ লাভ কর। আজ তোমাদের অলৌকিক বীরত্বে আমার মাতৃভূমি জননীর বক্ষ আনন্দে স্ফীত হয়ে উঠেছে; যাও, এই বিজয় বার্ত্তা বহন করে, সেই পুণ্যদেশে,—যেথায় মাতৃমন্ত্রসাধক, কঠোর ব্রতাচারী প্রতাপ

যোগাসনে তন্ময় হয়ে আছে, যাও, তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করে বল— তাঁর সাধনা সিদ্ধ হয়েছে।

পূর্ণ। 'হিরোল'।

অমর। চন্দাবৎ সর্দ্দারের দেহ যদিও পূর্ব্বে দুর্গে প্রবেশ করেছে—

বান্দা। শক্তাবৎ সর্দ্দারের অলৌকিক বিক্রম 'হিরোল' সম্মান হতে বঞ্চিত হতে পারে না।

অমর। তাই বল ঠাকুর, আজ চন্দাবৎ ও শক্তাবতের মিলিত শক্তি চিতোরের ললাটে তার ঘনীভূত মেঘপুঞ্জকে উড়িয়ে সবিতার সুবর্ণরাগ উদ্ভাসিত করেছে। আজ উভয় বংশই এই 'হিরোল' সন্মানের অধিকারী।

কেশব। বান্দা ঠাকুরের পরাক্রম কিন্তু আজ সর্ব্বোচ্চে।

পূর্ণ। নিশ্চয়।

অমর। ভবিষ্যৎ বান্দার বংশই মেবার বাহিনীর মধ্যমণি হয়ে থাক্‌বে। একদিকে চন্দাবৎ, একদিকে শক্তাবৎ, মধ্যে বান্দা, কি অপূর্ব্ব শক্তিই মেবারে আজ জেগে উঠেছে কেশব!

কেশব। অপূর্ব্ব!

অমর। চিতোর! চিতোর!—আমার সোণার চিতোর! কতকাল পরে তোরে দেখ্‌লাম মা!

কেশব। এর পথ ঘাট, এর শ্যামল বনরেখা, এর অবারিত আকাশ, ধূমল পর্ব্বত আজ নূতন সৌন্দর্য্য নিয়ে দেখা দিয়েছে।

অমর। অশ্রুতে চোখ ভরে গেল ; এর পুরাতন সম্পদের শোচনীয় সমাধির পানে চাইতে পারলেম না কেশব !

পূর্ণ। রাণা ! হরিদাস—

অমর। তাইত, হরিদাসকে দেখ্‌ছি না কেন ?

[সহিদাসের প্রবেশ]

সহি। চিতোরেশ্বরীর চরণযুগল বক্ষে জড়িয়ে সর্দ্দার হরিদাস স্বর্গে গেছেন।

অমর। সে কি ? একি রহস্য ?

সহি। আরো এক অদ্ভুত ব্যাপার,—সর্দ্দারের পদতলে এক মোগল সৈনিক লুণ্ঠিত।

অমর। মায়ের মন্দিরে মোগল ?

[মহম্মদ আলীর প্রবেশ]

মহম্মদ। কি ক্ষতি মহারাণা ?

অমর। কে এ ?

সহি। এই সেই মোগল।

অমর। তুমি মন্দিরে প্রবেশ করে' মাকে অপবিত্র করেছ কেন ?

মহম্মদ। কা'র মা ?

অমর। এই বিশ্বের সকলেরই ?

মহম্মদ। আমি কি বিশ্বের বাহিরে রাণা ?

অমর। তোমরা যে মাকে চেন না।

মহম্মদ। পশু পক্ষীরাও মাকে চেনে আর আমি মানব সন্তান হয়ে মাকে চিনি না?

অমর। এ সে মা নয়।

মহম্মদ। তবে কে ইনি?

অমর। তুমি মুসলমান, তুমি এ মার মাহাত্ম্য বুঝ্তে পার্‌বে না।

মহম্মদ। আমি মুসলমান, আর আপনি হিন্দু, এই ভেদ জ্ঞান নিয়ে আপনি মার মহিমা কীর্ত্তন কর্‌ছেন? আমার মত স্বল্পজ্ঞান যাঁদের তাঁরা খোদাকে ভেদবুদ্ধি নিয়ে পৃথক কর্‌তে পারেন বটে; কিন্তু মহারাণা প্রতাপসিংহের পুত্র কি শুধু বাহু-বিদ্যার চর্চ্চা করেছেন, হৃদয়ের কিছু করেন নি?

অমর। কি রকম?

মহম্মদ। আজ যে রাঠোর সর্দ্দারের চরণতলে মোগলের এই গর্ব্বোন্নত শির নুইয়ে দিয়েছি, একি শুধু সর্দ্দারের বীরত্ব দেখে.? না, রাণা! তাঁর মাঝে দেবত্বের এমন কিছু বিকাশ দেখেছিলাম, যার কাছে মস্তক আপনিই নুয়ে গেছে। আপনারা ভগবানের পবিত্র মন্দির আচারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী দিয়ে ঘিরে রাখেন, আমরা বাহির হতে কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। মহিমা জানি না, মর্য্যাদা করি না।

অমর। কে আপনি?

মহম্মদ। কে আমি জানতে চান রাণা?—আমি নরঘাতী দস্যু। এই হস্ত একদিন সর্দ্দার হরিদাসের সুকুমার পুত্রেররক্তে কলঙ্কিত হয়েছিল, কিন্তু রাণা! রাঠোর সর্দ্দারের উদার হৃদয়ের দেবত্বপ্রতিভার একটা রশ্মিরেখা আমার বুকের মাঝে এক নূতন রোসনাই জ্বেলেছে। সেই আলোকে কাফেরের মুখে পয়গম্বরের ছবি দেখ্‌ছি।

অমর। আপনি ধার্ম্মিক, আপনি আর্য্য, আপনার স্পর্শে মা পবিত্র হয়েছেন।

পূর্ণ। [ক্ষীণকণ্ঠে] ধন্য অমর। মহৎ তুমি, তাই মহতের মর্য্যাদা কর্‌লে! রাণা—

অমর। কি সর্দ্দার?

পূর্ণ। সময় নিকট হয়েছে, আর পার্‌ছি না। বান্দা ঠাকুর কোথায়?

বান্দা। এই যে সর্দ্দার।

পূর্ণ। চন্দাবতের দেহ আমার পার্শ্বে এনে রাখ।

[বান্দা তাহাই করিল]

পূর্ণ। আমাদের হাতে হাত একত্র করে' দাও। [বান্দা তাহাই করিল] রাণা তুমি এসে আমার সম্মুখে দাঁড়াও? আজ চিতোরের গৌরবের দিন। এই গৌরব দেখ্‌তে দেখ্‌তে নয়ন নিমীলিত করি।

[গাইতে গাইতে নারায়ণের প্রবেশ]

পূর্ণ। এস ভাই! তোমার মধুর সঙ্গীতে মৃত্যুকে আমার মধুময় করে তোল।

নারায়ণ গায়িল—

গীত।

কি অপার শান্তি আমার
তোর কোলে মা, মরণ লভিয়া।
তোর এই বিজন গেহ, হেথা থাকিবে না কেহ,
শুধু পিউ পিউ রবে শুনাবে গান পাপিয়া।
এই মৃত্যু-হিম আঁখি তুলে,
হেরিতেছি শোভা তোর আপনা ভুলে,
ঢেকে দে মোরে শ্যাম অঞ্চলে বেদনা দুঃখ মুছিয়া।
আজি মরণে পেতেছি শান্তি,
হেরিয়ে তোমারি উজল কান্তি,
নাহি অবসাদ, নাহিরে শ্রান্তি,
তোমারি গৌরব বহিয়া।

যবনিকা।